Micro ...

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ. রচিত

আলিবাবা

(রঙ্গনাট্য)

ডি. এম. লাইব্রেরী/৪২ বিধান সরণী/কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ—১৮৯৭

প্রথম ডি. ম. সংস্করণ—আগষ্ট ১৯৮৫

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

প্রথম অভিনয়ের তারিখ - 20. 11. 1897
ক্লাসিক থিয়েটারে।

দাম—৬.০০

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে আশি
গোপাল মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ ভারতী প্রেস, ২০৬ বিধা
সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

—পাত্র—

আলিবাবা……

কাসিম……আলিবার ভ্রাতা।

হুসেন……আলিবাবার পুত্র।

আবদালা……খোজা ক্রীতদাস।

মুস্তাফা……জনৈক মুচী।

দস্যু-সর্দার, দস্যুগণ, বান্দাগণ, ইয়ারগণ ও হাকিম।

—পাত্রী—

ফাতিমা……আলিবাবার স্ত্রী।

সাকিনা……কাসিমের স্ত্রী।

মর্জিনা……ঐ ক্রীতদাসী।

বাঁদীগণ, প্রতিবেশীগণ ও নর্ত্তকীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাসিমের গৃহপ্রাঙ্গণ। মর্জিনার প্রবেশ]

(গীত)

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

এত্তা বড় বাড়ী এসমে এত্তা জঞ্জাল।

হর্দম্ লাগতা ঝাড়্, তবভি অ্যায়সা হাল্॥

অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান,

জঞ্জাল পূরা হুয়া বর্বাদ তামাম্;

ময়লা মোকাম্—

বড়ি ময়লা মোকাম্

ময়লা মনিম্ মেরা—লেংরা বেচাল।

দিল্ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল॥

আবদালা! আবদালা!

আব। (নেপথ্যে) হুজুর—জনাব—খোদাবন্দ!

(আবদালার প্রবেশ ও গীত)

আয়া হুকুম বরদার্।

আয়া হুকুম বরদার্॥

বড়ি কামপিয়ারা হরদম্, লেও ভরপুর কাম্দার॥

দেখো যেত্তা কালা রং

আখের তেত্তা জবর ঢং,

সারা ঝট্‌পট্, কাম কর্‌নেওয়ালা সাঁচ্চা সমজদার।

বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার॥

(গীতান্তে) আ রে কে ও? বেগম সাহেব? মর্জিনা খানুম?

মর্। যে দিন বেগম হব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।

আব। আঃ বাঁচলেম! বড় সখ ছিল, একদিন তোর হাতের কোড়া খাই। আল্লার কিরে, ব'লে রাখছি যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মর্। বড় মস্‌করা কচ্চিস্ যে! আমি কি বেগম হ'তে পারি না?

আব। দেখ বাঁদী—খুড়ি, বিবি খুড়ি, রোগ নেই, শোক নেই—খোস্-মেজাজে বহাল তবিয়তে, হেসে হেসে ম'রে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে? ও কথা ছাড়ান দাও, বিবি সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মর্। ফের মস্‌করা! তবে আমি যেমন ক'রে পারি বেগম হব।

আব। আমিও কষ্ঠায় কষ্ঠায় মার খাব।

মর্। আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।

আব। ইস্! তাই বটে, আমার পিঠটে সড় সড় করছে!

সাকিনা। (নেপথ্যে) মর্জিনা!

মর্। বিবি সাহেব!

আব। মর্জিনা একটু আড়াল কর, পালাই।

মর্। চল্লি কেন? একটা কথা আছে, শোন্ না!

আব। এর পর বিবিজান, আমার হাই উঠছে! বেগম সাহেবের ডাক শুনলেই আমার (নিদ্রার অভিনয়) তোবা তোবা। [প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। কোথায় তুই মর্জিনা?

মর্। হুকুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। আবদালা পাজি কোথায় গেল?

মর্। তোমার কথা শুনে পালল।

সাকিনা। কাসিমকে ব'লে তাকে বেচে ফেল্‌তে হবে। তার বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে।

মর্। কোন কাজ আছে কি?

সাকিনা। একবার আলির স্ত্রীর কাছে যা ত। ব'লে আয়, আজ আমাকে

পাঁচ মণ কাঠ দিতে হবে।

মর্। আচ্ছা। [প্রস্থান

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। দেখ বাজারে যখন কাঠ বেচলে, তখন আলির স্ত্রীর সঙ্গে এ ঘনিষ্ঠতা কচ্ছো কেন?

সাকিনা। আপনার জা—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে দোষ কি?

কাসিম। না, সে সব হবে না। ও মাগীকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব যায়। শুধু এটাই কেন, ও মাগীর ডালপালা সব। আলিটাকেও দেখতে অ পছন্দ করি না। সে কাঠুরে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সাকিনা। সে ত তোমার ভাই।

কাসিম। না না, আমি ওমরাও—সে কাঠুরে, কাঠুরের সঙ্গে ওমরা সম্পর্ক রাখতে গেলে কোরাণঘটিত দোষ হয়।

সাকিনা। ভাগি শ্বশুরের বিষয় পেয়েছিলে, তাইতে ভাইয়ের সম্ব উড়িয়ে দিলে। নইলে তোমারও যে কাঠ বইতে বইতে মাথায় টাক পড়ত।

কাসিম। সেটা তোমার অদৃষ্টে নয়—আমার অদৃষ্টে। আমাকে করেছিলে, তাই তোমার বাপের ছেলে হয় নি। নইলে আর কারও হাতে প ছেলে ছেড়ে ছেলের চোদ্দপুরুষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাওগিরী আমি ম'রে ম'রেও ওমরাও হ'তুম; কিন্তু তোমাকে বিবিজান আজন্ম কাঠু হয়ে থাকতে হ'ত। যাক্, শোন, আলির স্ত্রীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি ক'র না।

সাকিনা। তুমি দেখছি নেহাত গাড়োল। আমায় কি তেমনি মেয়ে যে, কারও সঙ্গে বিনা কাজে মাখামাখি করি?

কাসিম। তা জানি, তা জানি, তুমি আমার তেমন মেয়ে নও, তা কি না? তবে সে মাগী থাকে থাকে আমাদের বাড়ী আসে কেন বল্‌তে পার?

সাকিনা। আমি আলির স্ত্রীর কাছে কাঠ খরিদ করি। বাজারে দেড়া সস্তায় পাই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর খাটী গুঁড়ির কাঠ, ডালপালা নেই।

কাসিম। বটে, বটে।

সাকিনা। আর দশ বার সের ফাউ।

কাসিম। বটে, বটে।

সাকিনা। আর ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে দুটো মিষ্টি কথা ব'লে, দু'বার গায়ে হাত
য়ে আরও দশ বার সের—

কাসিম। বটে, বটে, বল কি? আমি যে হাসি রাখতে পারছি নি।

সাকিনা। তার পর হিসেবের সময় গোলমালে সিকি বাদ। বুঝলে মিয়া
বুব?

কাসিম। (উচ্চহাস্য)

সাকিনা। এখন বল, তার সঙ্গে মাখামাখি ক'রে কি মন্দ কাজ করেছি?

কাসিম। মন্দ—কোন্ বে-আকুফ বলে মন্দ? খাসা কাজ, তোফা
! এ রকম কাজ খুব কর। কিন্তু দেখো, যেন ভুলে তাকে নেমন্তন্ন
বস না।

সাকিনা। আমি কি ভোলবার মেয়ে?—

কাসিম। তাই ত, তাই ত, তুমি কি আমার ভোলবার মেয়ে—তবু কি
সাবধান ক'রে রাখছি। খাকৃতির পেট গোগ্রাসে গিল্‌বে। বুঝেছ বিবি,
নের খোরাক একলা মেরে দেবে। সাবধান! সাবধান!

সাকিনা। ভয় নেই, ভয় নেই—তুমি খানার বন্দোবস্ত কর। রাত্রে ক'জন
বে?

কাসিম। বেশী নয়।

সাকিনা। তবে এই বেলা আয়োজন কর।

কাসিম। আমি চল্লেম।

সাকিনা। এস ভাই এস।

(মর্জিনা ও ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। (গীত)

(ও মোর দিদি) কেনে ডাক দিছিস্ মোকে।
আমার কি ছাই আগুন পোবায় এ বিহানের ঝোঁকে ॥
বেতের বেলি মরদ কাটে কাঠ,
বিহান্ হলি আমার বাড়ে নাট,
ভিজে কাঠ বাছি কি ঘুঁটে বেচি
(বুন) হয় মহা ঝঞ্ঝাট
এটা করতে, হয় না ওটা সে মরে বোকে ॥

কেন বোন্, এমন অসময়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ ?

সাকিনা। এই বোন্, আমাকে আজ পাঁচ মণ কাঠ পাঠিয়ে দিতে হ
দর কত পড়বে ?

ফতিমা। তোমার কাছে আবার দর কি দিদি ? অমনিই দিতে হয়,
না কি আমাদের বড় টানাটানি, দিন গুজরানই হয় না, তাই তোমার ক
নেওয়া।

সাকিনা। তা কেন ভাই, বাজারেই যখন আমাদের কিন্‌তে হয়, য
তুমি আপনার জন, যাতে দু' পয়সা পাও, তা আমাদের দেখা উচিত
কি ? এতে যদি দু' পয়সা বেশী যায়, সেও বি আচ্ছা। বাজারে টাকায়
মণ দশ সের ক'রে ভাল সুঁদরীর গুঁড়ী চেলা পাওয়া যায়। তা তুমি
সওয়া তিন মণ করেই দিও। তোমাকে দু' এক পয়সা বেশী দিলে ত
জলে পড়বে না। তোমার কাছে যদি ওজনেও কম পাই, সেও বি আচ্ছা।

ফতিমা। তোমার বোন্ এমনি ভালবাসাই বটে !

সাকিনা। তা হ'লে দর হ'ল কত ? তিন মণ দশ সের, এক টা
তার ওপর দশ সের কম দু' মণ। তা হ'লে দশ সেরের দামটা আগে বাদ
দাও। তা হ'লে হ'ল গিয়ে চার আনা কম এক টাকা ; তার ওপর

দু' মণ—এক টাকার কাঠের চেয়ে এক মণ দশ সের কম। তা হ'লে বাদ যায় আরও দু' আনা। তোমার তা হ'লে পাওনা হয়—খাটি দশ আনা। মরুক গে, তোমার সঙ্গে আর দর করব কি, দু' পয়সা না হয় বেশী হ'ল। তা হ'লে তোমার পাওনা হ'ল এক টাকা ছ'পয়সা। কাঠ এনে দিয়ে পয়সা নিয়ে যাও।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর দেখ, তার সঙ্গে দু' চারখানা গরাণ যদি থাকে পাঠিয়ে দিও ত। সুঁদরীর কয়লায় পোলাও রাঁধাল বড় গরম হয়। তোমার ভাসুরের কেমন অম্বলের ধাত—সয় না। বুঝেছ?

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর ঝুড়ি খানেক কাঠের চোকলা সেই সঙ্গে যদি পার পাঠিয়ে দিও। তোমার ভিজে সুঁদরী, উনুন ধরাতে বড় কষ্ট—ফুঁ পাড়তে হয়—মাথা ধরে।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। মুটে ভাড়াটা তুমি দেবে, না—আমি দেব?

ফতিমা। যা বল।

সাকিনা। থাক্, সে তুমিই দিও; তুমি ত আমার পর নও। যাও, শিগ্‌গির পাঠিয়ে দাও। মর্জিনা, কাঠগুলো সরু সরু দেখে ওজন করে নিস্। কাঠ নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিস্। আমি আসি ভাই, আমি লেজুড় রাখতে ভাল বাসি না। [প্রস্থান।

মর্। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।

ফতিমা। কেন বাছা?

মর্। না থাক্, আমি বাঁদী—মনিবের কথায় বাঁদীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

ফতিমা। কাঠের দামের হিসাবের কথা বলছ?

মর্। তুমি বড় বোকা!

ফতিমা। বোকা নই মা, বোকা নই।

মর্‌। তা হ'লে বুঝতে পেরেছ ?

ফতিমা। বোকা হ'লে কি মা গরীবের সংসার যোগে যাগে চালাতে পারি ? আপনার জন—বুঝেই বা কি করব ? তুমিই বল না !

মর্‌। তুমি বুঝেছ!! তা' হ'লে তোমাকে সেলাম। চল। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বনপ্রান্তস্থ কুটীর। আলিবাবা, বন্য বালকগণ ও হুসেন।]

বালক।— (গীত)

আয়্ রে ভাই কাঠ কাটিগে কটাকট্।
নইলে বেত লাগাবে পাটাপট ॥
মারিস্‌নে ঠুক্‌ঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুঁড়ি তাতে সানবে না।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুক্‌নো ভাঙ্গি মটামট্॥

হুসেন। হাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাটতে চলেছ ?

আলি। কি করি বাবা ! তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইল না। বুঝি বনে চিরবসবাস করতে হয়।

হুসেন। কেন ?

আলি। ওই যে আসছেন, ওঁরই মুখে শুনলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখন।

(ফতিমা ও মর্‌জিনার প্রবেশ)

আলি। কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হ'ল ?

ফতিমা। আজ পাঁচ মণ।

মর্‌। আর দু' মণ ফাউ, আর আধ মণ কাঠের চোকলা—সেটা কি ফেলব বাছা ?

আলি। সেটা কি আর বলতে আছে? ব্যবসা করতে গেলে দু' এক এ দিক ও দিক হয়।

ফতিমা। নাও নাও, তামাসা ক'র না। এই দাম ন্যাও—নিয়ে বাজার র আন। ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ুল কাঁধে করেছ যে?

আলি। ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। র দিকে নজর করনা। ইস্, আজ যে অনেক টাকা রোজগার করেছ ছি! এই সাড়ে সাত মণ আট মণ কাঠের দাম এক টাকা ছ' পয়সা?

মর্। তাই বা কৈ! আমার এখনও দস্তুরি পাওনা।

ফতিমা। বটে বটে, বাছা সেটা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে এই পয়সা।

মর্। (হুসেনের প্রতি) এই ছ'টা পয়সা তোমাকে বক্‌সিস্ করলুম, সাহেব। এমন উপযুক্ত সন্তান তুমি, বাপ রোজগার ক'রে আনে, তুমি য়েও খেতে জান না। কাঠগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে পার না। র মনিব, আমি বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয়, দেখতে পারি না।

ফতিমা। ঠকায় নি মা—ঠকায় নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে?

আলি। তবে ব'লে নেয় না কেন?

ফতিমা। বড়মানুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চক্ষু লজ্জাই হয়—তা হ'লে আধটু গোলমাল ক'রে নিতেও কি দোষ? দাম যে দেয়, এই যথেষ্ট। লে কি করতুম? ও যদি বড়মানুষের মেয়ে না হ'ত, তোমার ভাই যদি ার করতে না পারত, তা হ'লে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ'ত। সব বুঝি—বুঝে চুপ ক'রে থাকি—নাও এস। নেহাতই যাও ত একটু খেয়ে যাও।। [আলি ও ফতিমার প্রস্থান।

সেন। মর্জিনা, আমাদের অবস্থা দেখে তোর মনে কষ্ট হয়েছে?

মর্‌। একটু একটু হয়েছে বৈ কি।

হুসেন। আচ্ছা মর্‌জিনা—

মর্‌। কি—বল্‌তে বল্‌তে থামলে কেন?

হুসেন। এই তু-তু-তু—

মর্‌। বলতে কি সরম হচ্ছে?

হুসেন। না, সরম কেন—সরম কেন? এই তুমি কি আমাদের ভা-ভা-ভা—

মর্‌। ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

হুসেন। হি হি হি—হাঁ মর্‌জিনা!

মর্‌। একটু একটু বাসি বৈ কি।

হুসেন। তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম্‌। তা, মর্‌জিনা!

মর্‌। কি?

হুসেন। তা-তা-তা-মর্‌জিনা!

মর্‌। আবার হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হুসেন। দাঁড়াই নি, দাঁড়াই নি—এই চলে যাচ্ছি! তা, মর্‌জিনা!

মর্‌। কি?

হুসেন। তু-তু আমা—না, না—তুমি একটু সরবৎ খাবে?

মর্‌। বুঝেছি বুঝেছি, পালাও, পালাও, আবদালা আস্‌ছে।

হুসেন। এঁ্যা—এঁ্যা—আবদালা? তা মর্‌জিনা!

মর্‌। তা হয় না হুসেন—আমি বাঁদী।

হুসেন। খোদা মর্‌জিনাকে ফুরসৎ দাও—মর্‌জিনাকে রাণী ব

মর্‌জিনা—

মর্‌। পালাও, পালাও!

হুসেন। তা হ'লে মর্‌জিনা?

মর্‌। আবার মর্‌জিনা? পালাও।

হুসেন। হা আল্লা!

(আবদালার প্রবেশ)

আব। আইয়ে বেগম সাহেব। ওদিকে হুজুরের জরুরি তলব পড়েছে।

(গীত)

আব। আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি ;—
আমি বাদ্‌শা বনেছি।

মর্। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর
ল্যাজটা ছেঁটে দি॥
বান্দাবানর বাদ্‌শার ল্যাজ লোকে বল্‌বে কি ?

আব। থাক ল্যাজ তুই চট্‌পট্ আয়
বেগম ক'রে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবি নি॥

মর্। পাব না কি ? বলিস্ কি রে ? ও কি কথা রে—
ওরে তোর জন্যে তক্তভাউস কফিন্ কিনেছি।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি।

আব। আমি বাদ্‌শা বনেছি।

মর্। আমি বেগম হয়েছি।

উভয়ে। বাদ্‌শা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ সাজিয়ে চলেছি॥

তৃতীয় দৃশ্য

[গুহার সম্মুখ। দস্যুগণের প্রবেশ।]

১ম দস্যু। সরদার! মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ?

২য় দস্যু। দূর! এখানে কি মানুষ আসতে পারে ? আমরা এ স্থানটা ত অ্যানক হয় ক'রে রেখেছি।

৩য় দস্যু। মিছে কি ? চার দিকে মানুষের হাড় মাথা ছড়িয়ে রেখেছি ;

দেখলে, কোন্ শালার এখানে পা বাড়াতে সাহস হবে ?

১ম দস্যু। তবে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি কেন ?

সর-দস্যু। গন্ধ পাওয়া আশ্চর্য্য কি ? মানুষের রক্ত নিয়েই কারবার— ফট্ ফট্ মাথা ফাটছে, হুড় হুড় রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, মাথার ঘী স্তূপাকার হচ্ছে, হাড়ের পাহাড়—সে সব গন্ধ কি এক দিনে যায় ?

৩য় দস্যু। গন্ধ তোর নাকে বাসা করেছে।

১ম দস্যু। আর কেন, কারবার বন্ধ দিলে হয় না ?

২য় দস্যু। ভয় পেয়েছিস না কি ?

১ম দস্যু। ভয় নয়, রোজগার করতেই জন্ম গেল—ভোগ হবে কবে ?

সর-দস্যু। টাকা কি আর ভোগ হবে ব'লে রোজগার করছি ? খোদার খাজাঞ্চিখানা, আমরা তার তসিলদার। কত কাল ধ'রে আমাদের এই গুপ্ত-ভাণ্ডারে ধনসঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে ? এক জনের পর এক জন, তারপর আর এক জন, এই রকম কত হাত ফিরে শেষে এই ধনাগারের ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তার পর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে হাত বদলে, এ ভার দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চ'লে যাবে। ভোগ করবে কে ? (গুহামুখে উপস্থিত হইয়া) চিচিং ফাক্।

[গুহামুখ উন্মুক্ত ও দস্যুগণের গুহামধ্যে প্রবেশ।]

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। ভোগ করব আমি। খোদা, টাকার গাছ দেওয়াই যদি মরজি করেছ, তা হ'লে খানিকক্ষণ আমায় ধ'রে রাখ, বাবা ; আমার হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে ; দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, টাকার গাছে তুলে মই কেড়ে নিওনা। উঃ ! ফস্কাল—ফস্কাল ! বাবা, আছাড় খাইয়ে মেরনা—দু'দিন পোলাও কালিয়ে খেতে দাও। আঃ বাঁচলুম। তবু যা হ'ক, একটু ধাতে এলুম। বাবা, কাঠ কাঠতে কাটতে, বইতে বইতে জান্ হায়রাণ। খোদা আছেন, খোদা আছেন। কাসিম আর আমি এক মার পেটেই ত জন্মেছিলুম ; কাসিম

হ'ল ওমরাও, আর আমি হলুম কাঠুরে! এক পয়সা রোজগার করতে হ'ল না, এক দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হ'ল না, রাতারাতি বড়লোক! এ আল্লা, তোমার মরজিতে আমার কাঠের ছালা কি সোনার ছালা হবে না? যা হ'ক বাবা, মরেছি না মরতে আছি! আপাততঃ একটু গা-ঢাকা হই।

[অন্তরালে প্রস্থান।

নেপথ্যে—চিচিং ফাঁক্।

(দ্বার উদ্‌ঘাটন ও দস্যুগণের বহিরাগমন)

সর-দস্যু। চিচিং বন্ধ।—(দ্বার রোধ) চল, আজ হিরাটের দিকে যাওয়া যাক।

দস্যুগণ। (গীত)

বো বন্ বন্ গোঁ সন্ সন্ ভোঁপপো ভোঁপপো ভোঁ।
ছোট্ ছটাছট্ লে ঝটপট্ মারতে হবে ছোঁ॥
হিরাট কাবুল বল্ কি বোগ্দাদ,
তিহারাণী ইস্পাহানী কেউ না যাবে বাদ;
মুলুক বুকে কুল মুলুকে পড়ব সড়াক গোঁ।
ফুঁড়বো ফাংবো দেখিয়ে যাব বুনো হারামের গোঁ॥ [প্রস্থান।

(আলিবাবার প্রবেশ)

আলি। আর এখন ফিরচে ব'লে ত বোধ হয় না। যাক্, সন্ধ্যে হয়ে এল, আর ত থাকাও যায় না। (গুহা সম্মুখে যাইয়া) চিচিং ফাঁক (দ্বার উন্মুক্ত) ইয়া আল্লা।

চতুর্থ দৃশ্য

(আলিবাবার গৃহপ্রাঙ্গণ। ফতিমা উপবিষ্টা ভিখারী বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত।)

ও মা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা।
নিয়ে যাই আদর ক'রে,
সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা।

বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
(ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) খিদের জ্বালা,
(মুখে) সরে না কো রা। [প্রস্থান।

ফতিমা। ওগো, আমার কি হ'ল গো? কেন আমি দুপুর বেলায় মরতে তাকে বনে পাটালুম গো?

নেপথ্যে। ফতিমা—ফতিমা!

ফতিমা। এই যে, এসেছ গা! এত দেরী করে এলে—আমি তোমার জন্ম কেঁদে কেঁদে মরচি।

(আলির প্রবেশ)

আলি। ফতিমা—

ফতিমা। হাঁ গা, আজ কোথায় কাঠ কাটতে গিছলে? বনের কাঠ উজোড় ক'রে আনলে না কি? লুকিয়ে ও কি আনছ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? চেঁচিয়েই বলব—এতক্ষণ ডাক ছেড়ে কাঁদছিলুম, এইবারে গলা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। হাঁ গা, ও কি গাছের কাঠ?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন, ডাকখোকরে বলব—আমরা বন থেকে কাঠ এনে খাই, কোন বেটাবেটীর জিনিসের দিকে ত নজর করি না। হাঁ গা, ও বুঝি চন্দন কাঠ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? সব বেটা বেটীদের শুনিয়ে বলব, কারুর ত একচালায় বাস করি না, তবে ভয় কি? হাঁ গা, থলে কোথায় পেলে গা?

আলি। চুপ চুপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর!

ফতিমা। মোহর ও! বাবা! মোহর কি গো?

আলি। আস্তে—আস্তে। গোল ক'র না—গোল ক'র না। কোঁড়া, [illegible]াবি, মারা যাবি।

ফতিমা। এঁ—এঁ! আস্তে কইব? মোহর! সে কি গো? আমাদের [illegible]াহর কি গো? তুমি যে অবাক করলে গো! আমরা দিন আনি, দিন খাই; [illegible]ান দিন বা পাই, না পাই, আমাদের মোহর কি গো? তুমি ডাকাতি করতে [illegible]েছ না কি? ও গো, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো?

আলি। আরে মর্—চুপ কর্ না মাগী।

ফতিমা। ও গো, চুপ করতে পারছি না যে গো! তুমিই যদি আমার প্রাণে [illegible]ল, তা হ'লে কি সুখে চুপ করে থাকি গো?

আলি। আরে মর্ চুপ কর্ না, কি বলি, শোন্ না। চেঁচালেই আমার [illegible]ানা যাবে।

ফতিমা। তা ত যাবেই দেখতে পাচ্ছি গো। তবু যে চুপ ক'রে থাকতে [illegible]চ্ছি না গো। তুমি এমন ইমানদার, তুমি ডাকাতি ক'রে টাকা আনলে!

আলি। আরে না না, খোদা দিয়েছে! বনের ভেতর কাঠ কাটতে মোহর [illegible]য়েছি।

ফতিমা। বল কি?

আলি। চুপ কর।

ফতিমা। বল কি?

আলি। আরে গেল—ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ক'।

ফতিমা। বল কি? সোনার মোহর—বল কি? কাঠের ভেতরে—বল কি! বাবা!

আলি। গা ঘেঁসে কানটির কাছে এসে, "বাবা গো" "বাবা গো" কর্। [illegible]ল নি—মারা যাব।

ফতিমা। ও গো, মাফ কর গো। জন্মের শোধ একবার চেঁচিয়ে নিই গো। [illegible]দিন আর পাব না গো! ও গো-মা গো! এমন সময় তুই কোথায় গেলি

গো! তুই যে বড় কষ্ট ক'রে আমাকে মানুষ করেছিস গো!

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত শব্দ)

আলি। সর্ব্বনাশ করলে—চেঁচিয়ে আমার মাথাটা খেলে।

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

আলি। রও—রও—সবুর কর। আমি আগে সাম্‌লে রাখি—সাম্‌লে। রাখি

ফতিমা। ও যে আমার হুসেন—ও যে আমার হুসেন।

আলি। আরে দূর ন্যাকা মাগী। হক না হুসেন, একটু বাদে হুসেন দেখালে কি চলবে না? যদি তার সঙ্গে আর কেউ এসে পড়ে? রোস, আ আমি মোহর সাম্‌লাই—নিজে লুকুই, তারপর খুলে দিস্। [প্রস্থা

(ফতিমার দ্বার উন্মোচন, হুসেন ও প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ)

হুসেন। কি হয়েছে মা?

১ম প্র। কি হয়েছে হুসেনের মা?

২য় প্র। কি হয়েছে আলির বউ?

৩য় প্র। কি হয়েছে গো?

ফতিমা। আর বাছা, পেটে একটা বেদনা ধরেছে—তার জন্য ছট করছি, আর কাতরাচ্ছি।

হুসেন। বলিস্ কি মা, কখন্ হ'ল মা?

১ম প্র। আহা, তা হ'লে ত কাতরাতেই হবে বাছা!

২য় প্র। আহা, তা বাছা, হয়েছে যখন, মুখ টিপে পড়ে থাক। আ ছেলেটা সমস্ত দিন বায়না নিয়ে কেবল কেঁদেছে। কত কষ্ট ক'রে, রূপ-কথা কয়ে, কত হাঁটু নেড়ে, মাথা চাপড়ে, তারে ঘুম পাড়িয়ে তোর চীৎকারে সে দু' একবার ঝঁকরে ঝাঁকরে উঠেছে মা—উঠলে বড় মু হবে; আমাদের মিনষে আফিম খোর—নেশা তার চ'টে যাবে।

৩য় প্র। আহা, তা যখন হয়েছে মা, ওষুধ খা।

২য় প্র। মোরগের আদি, টিকটিকির ল্যাজ, হুকোর জল ছে বেটে গ

া দে। দেখতে দেখতে ব্যথা জল হয়ে যাবে এখন।

য় প্র। আরশোলার তেল আর বোকাছাগলের দাড়ী, শিলে থেঁতো গুড়িয়ে তাতে একটু আদা আর মধু দিয়ে—ঢক ক'রে চোখ-কান বুজে ফেল, ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

সেন। কি বলিস মা, হাকিম ডাকব?

তিমা। হাঁ গা বাছা, আমার বড় কষ্ট; সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। কাঠ কাটতে গিয়ে মাথা ধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আমার পেটে ; বাছা, আজকের মতন সের পাঁচেক চাল ধার দিতে পার?

ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধর নি মা, যে তার মাথা ধরলেই র পেটে ব্যথা ধরবে!

তিমা। থাকে ত দে মা!

ম প্র। চাল কোথায় পাব? আপনারাই পেটের জ্বালায় মরি। ও পেটের ব্যথায় চাল কি গো! [প্রস্থান।

য় প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে উঠল। যাই, আবার বায়না তখন কি ক'রে ঠাণ্ডা করব? [প্রস্থান।

য় প্র। উহুহু ও মা! আমারও পেটে যে ব্যথা ধরল গো! [প্রস্থান।

সেন। সত্যি-সত্যিই কি তোর অসুখ? সত্যি-সত্যিই কি বাবার র মাথা ধরেছে?

তিমা। শত্রুর ধরুক! ও হুসেন—হুসেন! দরজা দিয়ে আয়, অনেক আছে।

সেন। কি মা?

তিমা। দরজা দিয়ে আয়—জানালা দিয়ে আয় (হুসেনের তথাকরণ) বাবা হুসেন!

সেন। কি মা?

তিমা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি বলব রে হুসেন!

আলি। গেছে—তারা গেছে?

ফতিমা। গেছে গেছে, আর চেঁচাব না; ফিস্ ফিস্ করেও কথা ক'ব :
এই নাক-কান মলছি!

হুসেন। কি বাবা, ব্যাপার কি বাবা?

আলি। একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা—শীগ্‌গির যা!

হুসেন। কেন বাবা? সন্ধ্যেবেলায় কোদাল কি হবে বাবা?

ফতিমা। আস্তে—আস্তে; আস্তে কথা ক'।

আলি। ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি!

ফতিমা। আলি—আলি—কি আমাদের হ'ল আলি?

হুসেন। কি আমাদের হয়েছে বাবা?

ফতিমা। চুপ—চুপ!

আলি। আস্তে—আস্তে!

হুসেন। আস্তে কেন বাবা?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

আলি। কোদাল আন্—শীগ্‌গির কোদাল আন্।

হুসেন। কোদাল কোথায়?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ। [হুসেনের প্র

আলি। শীগ্‌গির আয়—কি পেয়েছি, দেখবি আয়।

পঞ্চম দৃশ্য

[কাসিমের বহির্ব্বাটী। উপবিষ্ট আবদালার নিকট মর্‌জিনা দণ্ডায়মান।]

আব। মর্‌জিনা ভাই একটা গান গা'।

মর্। এই কি গানের সময়!

আব। আলির বাড়ী থেকে এসে অবধি তোর প্রাণটা গান গান ক
এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

র্। কিসে বুঝলি ?

াব। কালবৈশাখী—পশ্চিম আকাশের এক কোণের একটু কাল মেঘের দেখলেই বুঝা যায়। তোর চোখের এক কোণে ফোঁটা খানেক জল দেখা ছ। আজ এসব মস্‌গুলের দিন, তুই দূরে দূরে স'রে বেড়াচ্ছিস। যা পাবার নয়, তাই দেখবার জন্য চার ধারে নজর মারছিস্! চোখ দুট াউটে রয়েছে তোর ভেতরে যেন ঝড় বইছে।

র্। মিছে নয়। আমার ভেতরে কাঁড়িখানেক কি ঢুকেছে—কিসে সারে খি ?

াব। গান গা—গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে এখন।

র্। ঝড়ে আবার গান কি ?

াব। ঝড় বাইরেই হু হু করে—বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায়, াদী—তোরও বাঁধা বরাত; আমি বান্দা—আমারও নিটোল দুঃখ; তুই াউ কর– আমার কানে মধুর ঠেকবে এখন।

র্। কি গাইব ?

াব। একটা ভালবাসার।

। দূর—বাঁদীর আবার ভালবাসা।

াব। তবে আমি বলি, শোন্।

(আবদালা ও মরজিনার গীত)

াব। বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার আপনা হোয় আপ্তাম।

র্। আস্তাকো আঁখ মিলতা, ফুটে গুপ্তাকো জবান॥

াব। ল্যাংড়া চলে ভাঙ্গড় মারে ছুট,

। বাহারাকো কান পিয়ারামে ফিন ফুট ;

ভয়ে। বিমার টুটে ইন্ সাফিসে আক্কল পায় নাদান।

খ্যে। আবদালা !

াব। ' হুজুর। [প্রস্থান।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। হাঁ গা, সাকিনা বিবি কোথায় গা?

মর্। কেন গা?

ফতিমা। দরকার আছে; শীগ্‌গির বল না গা?

মর্। হুকুম আছে; না ব'ল্লে বলতে পারব না যে গা!

ফতিমা। আমায় একটা কুন্‌কে দিতে পার?

মর্। এত রাত্রে কুন্‌কে কি হবে?

ফতিমা। হবে মা, একটা কিছু হবে

মর্। না ব'ল্লে দেব না।

ফতিমা। এই ধান মাপব মা।

মর্। এমন সময় ধান পেলে কোথায়?

ফতিমা। পেয়েছি মা।

মর্। তা ত পেয়েছ, কিন্তু কেমন ক'রে পেলে, বলতে হবে।

ফতিমা। কর্ত্তা এনেছে!

মর্। কর্ত্তা ত কাঠ কাটতে গেল, ধান পেল কখন্?

ফতিমা। বনের ধারে গাছ ছিল মা।

মর্। ধানের গাছ?

ফতিমা। হাঁ মা, যেমন গুঁড়িতে কোপ মেরেছে, অমনি গাছে পাকা ধা ছিল, ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়েছে।

মর্। ধানের গাছের কি গুঁড়ি আছে?

ফতিমা। আছে বই কি মা, বনের ভিতর কত কি আছে, কে বলতে পারে? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ওমা আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বল্‌তে কি বলছি মা! বনে কি মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার। দাও ত-[illegible]মা! নইলে বল, চ'লে যাই।

মর্। এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে যা বল্লে, আর কার

ছ এমন পাগলের মত বকো না, বিপদ ঘটবে।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। বিপদ-বিপদ? বিপদ কি রে মর্জিনা?

মর্। বিপদ অন্য কিছু নয়, ফতিমা বিবি কুন্‌কে চাচ্চে চাল মাপতে; এখন করে দিই?

সাকিনা। কুন্‌কে, কুন্‌কে? কে ও বোন, তুমি চাচ্ছ? তা আমি দিচ্ছি। তুই ভিতর আয়, কাসিম সাহেব তোকে ডাকছে। [সাকিনা ও মর্জিনার প্রস্থান।

ফতিমা। আমি পালাই, না, না, নিয়ে যাই, না, না পালাই, উঁহু, যাই।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। ও কি ফতিমা! ছট্‌ফট্ করছিস্ কেন?

ফতিমা। করছি দিদি! আজকাল ওই রকম ক'রে থাকি।

সাকিনা। (স্বগত) না, হ'ল না! কিছু গুঢ়ত্ব আছে! (প্রকাশ্যে) ? ছ্যাঁদা কুন্‌কে এনে ফেল্লুম! রোস ভাই, ভাল কুন্‌কে আনি।

ফতিমা। তা হ'ক, ছ্যাঁদাতেই আমার হবে।

সাকিনা। দূর, তাও কি কখন হয়? আমি যাব আর আসব। (সাকিনার ও পুনঃ প্রবেশ) এই নাও। [ফতিমার কুন্‌কে লইয়া প্রস্থান।

...কের তলায় আঠা দিয়ে দিয়েছি। যা মাপবে, কিছু না কিছু লেগে ...ই থাকবে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নাট্যশালা কাসিমের সঙ্গীগণ ও নর্ত্তকীগণ]

(গীত)

লেও সাকী দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু ফিন্।
লাল সিরাজি আঙ্গুর সরার গুল্‌কে ভর্ রঙ্গিন॥

নয়ানমে ঠার চাটনি মিঠা বাৎ
আয থানে দেও দিল্ পিয়ারা সাথ
ঘুম্না ফির্না খোষ কর্না কাম্ বড়া সঙ্গিন ॥

১ম সঙ্গী। এই সিরাজ শহরে ঢের ঢের বড়লোক নবাব ওমরাও আছে, বাবা, কাসিম সাহেবের মত উঁচু মেজাজ আর দেল্-খোলসা লোক এ মিল্‌বে না!

সকলে। একটিও মিলবে না।

১ম সঙ্গী। মেলবার ত গতিক দেখি না। যত বেটা দুনিয়ার ফকির পীর হয়েছে! তারা কি আমাদের কদর জানে? সে বেটাদের ভাল বেটারা টাকার ঝাঁঝে শুকিয়ে মর্‌বে।

২য় সঙ্গী। সে বেটাদের কথা যেতে দেও। দোস্ত, আমাদের এখন চালাও—জান্‌দের খুব যাস্তি যাস্তি কোরে দাও। ওহে সাকী, ও সোনার চাঁ হুড় ক'রে ঢেলে ঢেলে দে রে; দিয়ে যাও—দিয়ে যাও—বিবিদের মন্দ বানিয়ে

১ম নর্ত্তকী। তা আমরা মন্দই ত।

২য় সঙ্গী। মন্দ না হলে আর মরদেরা মাথায় করে রাখে?

১ম সঙ্গী। তা তোমরা মন্দ হও, আমরা মাদোয়ান হয়ে তোমাদের পাছে ফিরি।

(গীত)

উভয়ে। কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ।
মর্দ্দ মাদা বন গিয়া সব মর্দ্দানা আওরাৎ॥

সঙ্গী। ফুর্ত্তিসে দেও কুর্ত্তি পিনি, ওড়ান উও পেসোয়াজ

নর্ত্তকী। পায়জমা দেও, আচকান দেও,
চোগা কাবা শিরতাজ॥

উভয়। উল্টা সাজে ওলট্-পালট দারুয়া মে দিনরাত।
বেরং এর ঢং চালাকর আও ফিরি সাথ সাথ॥

(কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। কি হে ভাই সব, আমোদ চল্‌চে ভাল ত ?

১ম সঙ্গী। কাসিম সাহেব আমাদের বড়ঘরওয়ালা, ওর সকল চালই মীরী।

কাসিম। দেখ ভাই সব, তোমাদের আপনাদের ঘর মনে ক'রে রাখ, যার যা কার হবে, চেয়ে চিন্তে নাও ; দাওয়ান আছে, নায়েব আছে, খাজাঞ্চি আছে, র্চি আছে, জমাদার আছে, দফাদার আছে, যারে যা হুকুম করবে, সেই তা এনে ব। কিছু সরম ক'র না।

২য় সঙ্গী। কাসিম সাহেবের এইবার নবাব বাহাদুর খেতাবটা হলেই আমাদের কামনা সিদ্ধি হয়।

৩য় সঙ্গী। সে হ'ল ব'লে, আর বড় দেরি নেই।

কাসিম। আমাদের কর্ত্তাদের ছেলে, তারা বাদশার কাছে চব্বিশ ঘণ্টাই ত। এই বাদশার আমল থেকে কেবল বন্ধ হয়ে গেছে।

৩য় সঙ্গী। বাদশা বেটা আহাম্মক, লোক চেনে না !

সকলে। আহাম্মক, আহাম্মক !

৩য়। বাদশা বেটার এমনি ক'রে কান মলে দেও।

সকলে। দাও, কান ম'লে দাও।

কাসিম। আবদালা, আবদালা—

নেপথ্যে। হুজুর !

কাসিম। জল্‌দি আও, সিরাজি লে আও, দশ বোতল সিরাজি আও।

(সাকিনার প্রবেশ)

সকলে। আইয়ে সাকিনা বিবি।

সাকিনা। হাঁ গা, কাসিম সাহেব কোথা গা ?

কাশিম। এই যে, মেরিজান্‌।

সাকিনা। কৈ গা! আমি যে চক্ষে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাসিম। (অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে বিবি? কি হয়েছে বিবি আবদালা, সাকিনা বিবির গালে সিরাজি দাও।

সাকিনা। তুমি কাসিম ত?

কাসিম। এ কি কথা, তুমি ও কি বলছ?

সাকিনা। তবে শোনে, একটু আড়ালে চল।

(কাসিম ও সাকিনার অন্তরালে গমন। আবদালার প্রবেশ)

১ম সঙ্গী। ইধার লে আও।

আব। যাতা হায় মিয়া সাব। (কাসিমের নিকট যাইয়া) হুজুর!

কাসিম। (জনান্তিকে) আঁ্যা বল কি?

সাকিনা। (ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ)

আব। হুজুর সিরাজি।

কাসিম। চোপরাও শূয়ার, হাম তেরা হুজুর নেহি। (জনান্তিকে) কথা নয়, ঝুট বাৎ। বল কি? এও কি একটা কথা? বল কি? আবদালা সাকিনা বিবির মাথায় সিরাজি ঢেলে দাও, বিবি গরম হয়েছে।

১ম সঙ্গী। ওরে বেটা, এদিকে নিয়ে আয় না।

সকলে। আবদালা, ইধার আও।

কাসিম। নেই নেই ইধার আও।

সাকিনা। তা হ'লে তুমি মিথ্যা মনে করেই ব'সে থাক, আর ইয়ারকি মার

কাসিম। বল কি? আঁ্যা—বল কি? আঁ্যা—বল্লে কি?

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। আবার হুজুর?

আব। না না হুজুর, তা হলে হুজুর—

কাসিম। চোপ চোপ (প্রহার করিয়া) উধার যাও, হাম নেই শুনে গা।

[আবদালার প্রস্থান

(জনান্তিকে) এ বাৎ নেহি, এ বাৎ সাচ নেহি! কভি নেহি—নেহি—নেহি—হাম নেহি—তোম নেহি—ঐ শালা লোগ নেহি—কুচ নেহি।

১ম সঙ্গী। কি হ'ল কাসিম সাহেব?

কাসিম। চোপরাও।

৩য় সঙ্গী। আঁা—আঁা। চোপরাও। সে কি, সে কি,—কাসিম সাহেবের বড় নেশা হয়েছে। এই ও বিবিজানরা, তোমরা কাসিম সাহেবকে চ্যাংদোলা ক'রে ঝাঁকারি দাও।

কাসিম। বাহার যাও, বাহার যাও!

নর্ত্তকীগণ। কি হ'ল কি হ'ল, সাকিনা বিবি?

সাকিনা। ভাই ব্রাদার বিবিজান, সব তোমরা আজ চলে যাও, আমার খসমের বেমারি হয়েছে।

কাসিম। জল্‌দি—জল্‌দি।

নর্ত্তকীগণ। আহা, এই যে ভাল ছিল গা—এই যে কথা কচ্ছিল গা। আহা, এরি মধ্যে কি হ'ল গা?

কাসিম। হুয়া—হুয়া, কুচ হুয়া, আলবৎ হুয়া।

সঙ্গীগণ। কি হ'ল—কি হ'ল?

(মর্জ্জিনার প্রবেশ)

মর্জ্জি। আর কি হল! পালাও। কাসিম সাহেবকে শেয়ালে কামড়েছিল, তাই বুঝি কি হ'ল।

নর্ত্তকীগণ। সে কি গো, তা হলে কোথায় যাব গো?

সঙ্গীগণ। এই বাবা মাটী করলে,—খেলে—খেলে।

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ! কভি নেহি, দানা দিয়া, জিনী দিয়া, মামদো দিয়া, হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য) হুয়া—হুয়া।

নর্ত্তকীগণ। ওরে বাবা রে!

মর্জ্জি। পালাও পালাও, এ দিক দে পালাও—পালাও।

(পুরুষ ও নারীগণের কোলাহল)

মর্। পালাও পালাও, খেলে খেলে। [সঙ্গী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কাসিম। অ্যাঁ, বল কি? আলির এত টাকা? ও বাবা, যাই যে। উঃ! বুক গেল! যে আলি কম্বক্‌ৎ, তার এত টাকা!

সাকিনা। বোঝ, তুমি তারে ঘেন্না কর, গরীব ব'লে কথা কও না, খানায় ডাক না, দেখ তার কত টাকা। তুমি টাকা একটি একটি করে গুণে মর, সে মেপে সংখ্যা কর্ত্তে পারে না।

কাসিম। কৈ, কুন্‌কে কৈ?

মর্। এই আমার কাছে। (কাসিমকে কুন্‌কে প্রদান)

কাসিম। (কুন্‌কে ঠুকিয়া) ওরে, আবার বেরুল যে রে! ওরে বাবা, যাই যে, আবদালা!

মর্। আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর!

মর্। জল্‌দি আও। এক পেয়ালা সিরাজি লে আও! সিরাজি লে আও।

(আবদালার পুনঃ প্রবেশ)

কাসিম। এক পেয়ালা নেহি, দশ পেয়ালা লে আও, বোতল লে আও, জালা জালা লে আও। (সিরাজি পান) মিঠা নেই। (পেয়ালা নিক্ষেপ)

সাকিনা। অমন করে পাগলামি করলে ত হবে না—উপায় কর, ভাল করে খবর নেও। দেখ দেখি, এ কোন্ বাদশার মোহর?

কাসিম। ভারি পুরোন! বহুৎ দাম, বহুৎ—পাঁচ মোহরে এক মোহর।

সাকিনা। উঃ! উঃ! উঃ! ওরে বাবা, সে কি গো? কুন্‌কের মাপ আবার পাঁচ মোহরে এক মোহর—একটু সিরাজি দে রে—বাবা রে, কি হ'ল রে আবদালা রে, আমায় একটু সিরাজি দে রে। (সিরাজি পান)

(সাকিনার গীত)

হো হো জান্ হায়রাণ।

দুনিয়ামে জনম লিয়া কেঁও, খোদা কেয়সা বেইমান ॥

দুষমনকো মিলা পসার,

মেরা ভালমে গিরা ক্ষার,

বাহবা দয়াল! তেরা বড়িয়া বিচার;

ইমান্দারী কাম তুহারি, আপনে ছোড়া ইমান ॥

কাসিম। সাকিনা বিবি আমি একেবারে গেছি।

সাকিনা। আমিও যে যাব যাব কচ্ছি গো।

কাসিম। সাকিনা বিবি! সাকিনা বিবি! আমায় ধর।

সাকিনা। ওগো, তুমি আমায় ধর।

মর্। তোমরা সাহেব বিবি ধরাধরি কর, আমি আর বাঁদীদের নিয়ে গাই।

(গীত)

দেখে শুনে বোঝ ত মান না।

বলতে গেলে ঝুটো কথা কানে তোল না ॥

নসিবে মারলে গোলা, গোলা ধ'রে খা ডাজা,

দেবার যারে দেয় দেনেওলা,

(হও) আপন জালায় ঝালাপালা, মানা শোনে না ॥

(খাবে) পোলাও কারী, হাঁকবে জুড়ী,

(পরে) হাঁটুক পায়ে চিবুক মুড়ি,

(অত) হয় কি না হয় অত সয় কি না সয়,

খুড়ি,

দেখ) কেমন মজা রাজার রাজা, (দিলে) ধনের বোঝা

(আর) রিষের গোঁজা রেখ না ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আলিবাবা ও ফতিমা উপবিষ্টা]

(গীত)

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগদারী।
লাহল্ বিনা এ ক্যা ঝকমারী॥
হাজার যে উঠ যায় লাখো মে,
লাখো বি পঁহুছে ক্রোড়োঁ মে,
রোপেয়া বাড় যায় দিল ছোটি হো যায়,
ক্যায়সে চলে গা মেরা দিনদারী।

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলিবাবা।

আলি। কি গা ফতিমা!

ফতিমা। আমায় পাঁচটা বাঁদী কিনে দাও না গা।

আলি। কেন গা?

ফতিমা। কাঠ চেলাতে চেলাতে যখন আমার মেহানত হবে, গা দিয়ে গল্ গল্ ক'রে ঘাম বেরুবে, তখন দু'জন হ'ল গা-হাত-পা টিপে দিলে, দু'জন বাতাস করলে, একজন সরবৎ তৈয়ারী ক'রে মুখে ধরলে, একজন না হয় ত পাশটিতে ব'সে দুটি গান গাইলে।

আলি। আবার কাঠ কাটবি কি, ফতিমা? খোদা কি আর আমাকে কাঠুরে রেখেছে?

ফতিমা। ভুলে গেছি, ভুলে গেছি—আমি যে এখন বেগম সাহেব।

আলি। (স্বগত) একটু একটু ক'রে উঠতে হবে। একেবারে উঠলেই লোকে সন্দেহ করবে,—বাদশার কানে যাবে। একেবারে আমীরী চাল চাল্‌লেই মারা যাব! তাড়াতাড়ি ক'র না আলি সাহেব; সবুর—সবুর!

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলি!

আলি। কি গা ফতিমা ?

ফতিমা। আমায় একটা তঞ্জাম আর আটটা বান্দা কিনে দাও না।

আলি। কি হবে ?

ফতিমা। বাড়ীর কাছে ভাল তালাও নেই, অনেক দূর থেকে জল আনতে কোমর ধরে যায় ! আমি তঞ্জামে চ'ড়ে গিয়ে জল আনব।

আলি। জল তোমায় কি আর আনতে হবে, ফতিমা বিবি !

ফতিমা। হবে না বটে। তা হ্যাঁ গা, এবার থেকে আমরা কি খাব ?

আলি। কেবল পোলাও, কালিয়া, কাবাব, পোস্তা, কোপ্তা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, বাদাম, পেস্তা।

ফতিমা। বাজারে যদি না হয় সস্তা

তা হ'লে মুড়ি খাব বস্তা বস্তা,

আলি। চ'লে যাও সোজা রাস্তা।

তুমি পাগল হয়েছ, নবাবের বেগম কি মুড়ি খায় ?

ফতিমা। তা বটে—বটে, ভুলে গেছি।

আলি। হ্যাঁ ভাই ফতি।

ফতিমা। কি ভাই আলি !

আলি। দেখ ভাই মনটা যেন কেমন কেমন করছে।

ফতিমা। তবে তোমায় স্পষ্ট কথা বলি গো ! বলব মনে ক'রে আসছি, [illegible]ল যাচ্ছি ; আর পারছি না গো, আমার প্রাণটা যেন ফুঁফিয়ে উঠছে, আমি [illegible]তে পারছি নি, দাঁড়াতে পারছি নি, শুতে পারছি নি।

আলি। আমি হাসতে পারছি নি—কাঁদতেও পারছি নি।

ফতিমা। আমি ঘুমুতেও পারছি নি, জাগতেও পারছি নি। হ্যাঁ ভাই আলি ?

আলি। কি ভাই ফতিমা ?

ফতিমা। কি করি ভাই ?

আলি। দেখ ফতিমা, কিছু করা বড় সুবিধা হবে না। লোকে বলাকে

পারলেই সর্ব্বনাশ। দু'দিন একটু সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ফতিমা। সে যখন হবার, তখন হওয়া যাবে। এখন এস, একটু মসগুল হয়ে দু'জনে গলা ধরাধরি করে মনের সাধে কাঁদি।

(গীত।

ফতিমা। তোর কিরে কসম খাই,।
মোর চকির কোণে পানি আসছে ভাই ॥
ধড়াস ধড়াস কাঁপিচে বুক জ্ঞান গম্যি নাই।

আলি। ও কি কইস ছাই।
নাচন কোঁদন আসছে না মোর কাঁদন যে বালাই ॥

ফতিমা। আমি পুছ কচ্ছি তাই,
কি কর্‌রো কয়ে দে আলি ভাই ॥

আলি। চেপে থাক্ চুপ ক'রে থাক্ সামাই।

ফতিমা। ও মোর সইচে না সামাই,
চেপে থাক্ তুই পারিস যতি ডাক ছেড়ে চিচাই।
তুমি চোপ রও, মুই হাঁপ খাই।
আর ডাক ছেড়ে চিচাই ॥

আলি। আরে না না, এখন নয়,—এখন কাঁদলে পাড়ার লোক জেগে উঠবে, আমাদের বিপদ হবে—প্রাণ যাবে।

ফতিমা। বয়ে গেল, আমি পাড়ার লোককে ভয় করি না। ওগো, আমার কি হ'ল গো—আমার ঘুম হয় না কেন গো—ক্ষিদে পায় না কেন গো—আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো—গা, হাত, পা টলমল করছে কেন গো?

আলি। ওরে থাম, আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। ওগো, আমার কিছু ভাল লাগছে না কেন গো?

আলি। মাটী করলে,—মাটি করলে; থাম—থাম!

ফতিমা। দেখতে দেখতে এত বড়টা কি ক'রে হলুম গো? আবার ছেলে

মানুষ হতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে গো!

আলি। হয়েছে, হয়েছে—বুঝেছি—হবার কারণ হয়েছে। হুসেন,—হুসেন, তোর মা'র মাথা গরম হয়েছে। শীগ্‌গির একটা হাকিম আন।

(মর্‌জিনা ও হুসেনের প্রবেশ)

মর্। ও গো, তোমরা হাকিম আন। হুসেন সাহেবের জন্য হাকিম আন—এলাজের বন্দোবস্ত কর, ওর মাথা গরম হয়ে সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরছিল; যারে দেখতে পাচ্ছিল, তারেই চাবুক মারছিল। দারোগায় ধ'রে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কোন রকমে হাতে-পায়ে ধ'রে এনেছি।

ফতিমা। তুমি কে? কে ও, মর্‌জিনা? তুই কি আমাদের কথা কিছু টের পেয়েছিস্ বাছা।

মর্। কতকটা পেয়েছি বৈ কি।

আলি। তা-টের পেয়েছিস পেয়েছিস। তুই টের পেলে আমাদের অনিষ্ট নেই। টের পাস আর না পাস, বলি শোন্! আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি?

ফতিমা। মিছে নয় টাকার গন্ধেই যখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করিয়েছে, তখন ছুঁলে আরও কি কাণ্ড ঘটবে, তার ঠিক কি? ও, দূর ক'রে দাও—ও আপদ এখনি ঘর থেকে বিদেয় কর। মর্‌জিনা ঠাণ্ডা মেয়ে, ওকে দিয়ে দাও।

মর্। বটে, তুমি ত খুব দেলখোস দোস্ত? বাছা! তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে আমার এই বুঝি বক্‌সিস—আমায় পাগল কত্তে চাও? আমি বাঁদী—তোমরা স্বাধীন গেরোস্ত; তোমরা টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারব? তোমরা পাগল হলে দেখবার লোক আছে, আমার কে আছে? পাগল বাঁদী কাণা-কড়ি দিয়েও কেউ কিনবে না। আমি চল্লেম বাছা; সকাল হ'ল, এখনই মনিব ডাকবে।

নেপথ্যে। আলিবাবা! আলিবাবা!

মর্। ঐ বুঝি মনিব আসছে? সর্ব্বনাশ করলে—কোথায় যাব?

আলি। ভয় কি?

মর্। ভয় গো—বিষয় ভয়; আমায় এখনি অপমান করবে।

হুসেন। কি, অপমান করবে? আমার সুমুখে? আমি তাকে কেটে ফেলব।

আলি। কাটতে হবে না—কাটতে হবে না, থাম।

হুসেন। আমার যে মানরক্ষা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়েছে, মিষ্টি কথায় আমার মন ভুলিয়েছে—তার অপমান সইব?

আলি। অপমান করবে না—অপমান করবে না থাম।

নেপথ্যে। আলিবাবা!

ফতিমা। ওগো, যদি করে?

আলি। আরে না না—আমরা রয়েছি।

নেপথ্যে। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলব।

আলি। দোর খুলে দিয়ে আয়।

হুসেন। মা, আমার কুড়ুলটা দে ত।

আলি। আরে হতভাগা ছেলে, কুড়ুল কি হবে?

হুসেন। যদি অপমান করে?

নেপথ্যে। এই দোর ভাঙলুম।

ফতিমা। অপমান ক'রে ব'সে রয়েছে—আর করবে না! তুমি যেমন ন্যাকা।

মর্। ও মা, আমাকে একটু লুকোবার জায়গা দে মা; তোমাদের সুমুখে যদিও না পারে, বাড়াতে গিয়ে নিদ্দম মারবে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

হুসেন। মা, তুমি—আমার টাঙ্গি দাও; ও আমার খসম ব'লে দারোগার হাত থেকে রক্ষা করেছে; পুঁজিপাটা যা ছিল, সব দিয়ে রক্ষা করেছে। আমি ওর খসম—দাও, আমায় টাঙ্গি দাও—দাও শীগ্‌গির দাও।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

আলি। আরে থাম থাম, আমি উপায় করছি।

ফতিমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় কর! মর্জিনা আমার বউ—ও থাকলে টাকা —উপায় কর।

আলি। তাই করছি। হুসেন, দে রে দোর খুলে দে।

(নেপথ্যে দ্বার-ভঙ্গ-শব্দ ও কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম্। কি হে আলি, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে গাধার ঘুমুচ্ছ না কি? এত চীৎকার কল্লুম, এত দোরের শব্দ কল্লুম—কানে না?

আলি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ী কেন ভাই?

কাসিম। এই যে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আরে মর্—মর্জিনা, তুই ন কেন?

মর্। হুজুর। আমি কাঠ কিনতে এসেছি।

কাসিম। ভোরবেলায় কাঠ কিনতে এসেছ? আমি হ্যাকা?

আলি। কি করতে এসেছ ভাই? আমার এমন কি সৌভাগ্য, তুমি ণ করেছ?

কাসিম। আচ্ছা, তোমায় পাট করব এখন—আগে বাড়ী চল, তারপর, াহেব তোমায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে—দু'শ কোড়া লাগাব।

আলি। রাগ ক'রনা ভাই; ও স্ত্রীলোক—তায় বালিকা।

কাসিম। বলি, ব্যাপারখানা কি আলি?

আলি। কি ব্যাপার ভাই?

কাসিম। টাকা কোথায় পেলে—কোথা থেকে চুরি করলে?

আলি। টাকা? টাকা কি?

কাসিম। বুঝতে পারছ না?

আলি। না।

কাসিম। বুঝিয়ে দেব ? (মোহর বাহির করিয়া) এইবার বুঝতে পার

আলি। অ্যাঁ–অ্যাঁ—ও কি ?

কাসিম। কোথা থেকে চুরি করেছ, বল না ? এত পেয়েছ যে, দিয়ে মেপেছ ?

আলি। ভাই আমি চুরি করি নি—খোদা আমায় দিয়েছেন।

কাসিম। খোদা আর দেবার লোক পায়নি। বড় বড় কাজী, মোল্লা, বাদশা পড়ে রইল, আমি প'ড়ে রইলুম—আর খোদা দোস্তগিরি ক'রে সাহেবকে হাজার বৎসর আগের মোহর দিলে! শীগ্‌গির বল, কোতোয়ালকে ডাকি।

আলি। কোতোয়ালকে ডাক, ক্ষতি নেই—কোতোয়ালকে ভয় করি তবে তুমি ভাই, তুমি জানতে চাও, বলতে পারি। তোমার সুখে আমার ভিন্ন বিন্দুমাত্র অসুখ নেই। যেখানে থেকে এনেছি সেখানে এত ধন আ হাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও শেষ করতে পারবে না।

কাসিম। বটে বটে, আলি ভাই—প্রাণের ভাই—এক মায়ের পেটের ভ আলি, এটা কি সত্য কথা ?

আলি। সব সত্য। এক বর্ণও মিথ্যা নয়—এখনি তোমায় বলছি।

কাসিম। বল ভাই, শীগ্‌গির বল ভাই !

আলি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

কাসিম। কি বল ?

আলি। প্রতিজ্ঞা কর, এই বাঁদীটির ওপর কোন অত্যাচার করবে না ?

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি অত্যাচার করবার লোক !

আলি। না—হ'ল না, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি ; তুমি এত অধীশ্বর, আমি ভাই, কতদিন অনাহারে কাটিয়েছি, ফিরেও দেখনি ! তুমি ভাই বলতেও ঘৃণা কর।

কাসিম। কে বলে—কে বলে ? কোন্ শালা বলে ? (মর্জিনার দিকে তী

মর্। আমি বলি নি।

আলি। ও বলবে কেন? এ সহরের কে না সে কথা জানে? আমার সে কোন দুঃখ নেই। তবে এটা ত বুঝেছি—তুমি প্রাণশূন্য। তুমি প্রতিজ্ঞা যদি আবার মর্জিনাকে প্রহার কর?

কাসিম। আরে নানা; আমি মর্জিনাকে বড় ভালবাসি।

আলি। তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি এক কাজ কর, মর্জিনাকে ায় বিক্রী কর।

কাসিম। অনেক টাকায় কিনেছি।

আলি। আমার যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি।

কাসিম। তুমি কি পেয়েছ না পেয়েছ—

আলি। আমি যা পেয়েছি, দশটা কাসিম সাহেবের ধন একত্র করলেও সমান হবে না।

কাসিম। আচ্ছা, মর্জিনাকে তোমায় দিয়ে দিলেম।

মর্। (নতজানু হইয়া) করলে কি আলি সাহেব? আমার জন্য আবার র হলে? না, না—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আলি। আমি আবার কাঠ বেচে খাব। নাও ভাই, চল আড়ালে যাই—াকে মর্জিনার দাম দিই, আর ধনের কথা বলি। আয় ফতিমা!

[আলি, কাসিম ও ফতিমার প্রস্থান।

সেন। হ্যাঁ মর্জিনা! তা হ'লে তুমি আমাদের হলে?

মর্। সেটা তাড়াতাড়ি বলতে পারব না। কতটা সেখানে ছিলাম, তার া খরচ হয়েছে, হিসেব ক'রে বলতে হবে।

সেন। দেখ মর্জিনা, আজ আমার যে আনন্দ—

মর্। তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।

সেন। দেখ মর্জিনা—

মর্। তা হলে সিরাজি।

হুসেন। আল্লার কিরে, আমি আহ্লাদে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মর্। ওঃ তা হ'লে দেখছি—কাজী।

[হুসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুহাসম্মুখ। কাসিম]

কাসিম। চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ ফাঁক্। (বার বার উচ্চারণ) বে
বেছে বেছে কথা বার করেছে দেখ। কোন্ বেটা করেছে? যেই ক
বেটা চালাক বটে। এতবার মুখস্থ কচ্ছি, তবু কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে—এ
ভাল রকম কায়দা কর্‌তে পারছি না। চিচিঙ ফাঁক্—লিখে আনলেই
ভাল, যদি মন থেকে স'রে যায়? আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি
এলুম, কাজটা ভাল হয় নি। চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ
না না, এত রাস্তা যখন মনে ক'রে এনেছি, তখন আর ভুলছি না। চি
মানুষ খেতে না পেলে যা করে, তাই, আর তার উপর ইঙ, এই তিনটে
আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে চিচিঙ ফাঁক্—পাঁচটা ঘোড়া এনেছি,
খাইয়ে বেটাদের এমন মোটা সোটা ক'রে রেখেছি, এক একটা পাঁচমণ করে
পারবে না? না, যেটা সহজভাবে পারবে সেই ভাল! শেষকালে
ভেঙে রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে গেলেই বিপত্তি, প'ড়ে গেলে থলে
রাস্তার মাঝে মোহর ছড়িয়ে যাবে—না না, কাজ নেই। মণ তিনেক
নেব, আর আমারই ত আসা যাওয়া। পাঁচবারে অল্প অল্প
নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। তা হ'লে তিন পাঁচ পোনের মণ আর
ঘরের এক মণ;—যা চলে!—আলির ঘরের মোহরগুলো আগে
রেখে এলাম না। যদি পালায়? যাবে কোথায়—গলার টুঁটি টিপে
আদায় করব না। বাঁদী বেচা টাকা—চালাকী কথা নয়। চিচি
—চিচিঙ ফাঁক্—চিচিঙ বোজ্। আর কতদূর? এই ত সেই

ত সেই পাহাড়ের ধার। এ বাবা মাটী করেছে! আশে পাশে রাশি রশি
আর হাড় যে! বাবা কি ভয়ঙ্কর স্থান, আমাকে মেরে ফেল্‌বার
একটা ফন্দি করলে না ত? না না; এই না দোর? (উঃচৈস্বরে)
ও ফাঁক্ (দ্বারোদ্ঘাটন) ইয়া আল্লা—এ কি! (প্রবেশ) ইয়া আল্লা
্যা হায়—উ ক্যা হায়—হাম কোন্ হায়? [ভিতরে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[গুহার অভ্যন্তরে কাসিমের প্রবেশ]

কাসিম। এ সব আমার, আমার টাকা, আমার টাকার সঙ্গে দুনিয়া
র...কি না আমার? চাকর আমার, চাকরানী আমার, বাদশা আমার—
আমার—চোর আমার—ফকির আমার—আমি যা ইচ্ছে, তাই করব।
চাইব, তারে পাব—দলে দলে দোস্ত পাব—হাজার হাজার ইয়ার পাব—
লাখ ইয়ারকির মুখ খুলে যাবে—আশেপাশে গানের ফোয়ারা ছুটবে—
াঃ হাঃ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি—ওই রাজা আমায় সেলাম করছে,
ল্লা আমায় কুর্ণিশ করছে, আদর অকরছে,—কি মজা! এখন কি
? এটা নিই কি ওটা নিই—হীরে নিই কি জহর নিই, জহর নিই
মোহর নিই—আমি সব নেব, কিছু ছাড়ব না—আমি এখানকার
কাণা কড়ি ছাড়ব না। এখানকার ধূলা ঝেড়ে নিয়ে যাব আমি
—নাচব। তারপর? বাড়ীতে গেলেই সাকিনা এসে শোহর শোহর
আদর কাড়াবে, কি এনেছ—কি এনেছ ক'রে ছুটে আসবে; আদর
আঁচল দিয়ে মুখ মুছাবে; জড়িয়ে ধরে মানের কান্না কাঁদবে; দেরী
, অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি ব'লে ন্যাকা ন্যাকা খোনা খোনা
তিরস্কার কর্‌বে—আর আমিও অমনি জুতোর ঠোকর মেরে দূর ক'রে
তার বড় অহংকার—তার বাপের বিষয় ব'লে সে অহঙ্কারে চোখে
় পায় না; তার অহংকার আর সইব না—তার বাপের ধনে বড় মানুষ,

এ কলঙ্ক রাখব না। তার বিষয় তারে ফিরিয়ে দিয়ে তালাক দিয়ে দূর ক'রে দেব! না না, তাই বা কেন?—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বা'র ক'রে দেব। এখন আমার কপাল জোরে; কাজী মোল্লা সকল চোর—যে আসবে শুনতে নালিস—অমনি হাতে করব তেলের মালিস; যেমন দেখা আড় নয়নে, নথের কোণে টাকা—অমনি সব শালা হবে ফাঁকা। বলবে, সাকি বিবি—তাই ত, তাই ত, তোমার বাপের বিষয় ছিল, আমাদের মনে না ত। আর আলি! তুই আমার চোখের বালি—একবার হয়েছিস অসাবধান অমনি সোনার মোহর লাখখান? একেবারে আমীর হয়েছিলি, সর্ব্বনাশ করেছিলি তোকে রাখলে কি আর রক্ষা আছে। তোমার একেবারেই দুনিয়ার বা' ফতিমাকে করব আমার। আর মর্জিনা? তুমি আমার সরেস বাঁদী—তোমায় ধনমণি ছাড়ছি না? যাই এইবারে জিনিষপত্র গুছিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আমার তোষাখানায় কতক নিয়ে যাই। (অন্তরালে গমন)

(নিয়তির আবির্ভাব)

(গীত)

যত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাশ কর রে জীব।
সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চায় রে শিব॥
পিতা মাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
এখনি মুদিতে হবে দু' আঁখি,
রহিবে না বাকি হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান্ কি বা হোস গরীব॥

কাসিম। এক বস্তা হীরে পান্না চুনি জহর, এক বস্তা মুক্তা, তিন ব মোহর—কি ছেড়ে কি নিই? এখন এই নেওয়া যাক। তার পর আমার ত তোষখানা, যখন যা দরকার হবে, এসে নিয়ে যাব। যা! সর্ব্বনাস করেছি

লে দোর খুলতে হয়?—হ্যাঁ হাঁ, মনে পড়েছে, ভোলবার কি উপায়
, আষ্টে পিষ্টে মন বেঁধেছি—ভোলায় কে? মানুষে খেতে না পেলে কি
—খাই খাই! খাই খাই ফাঁক—কই খোলে না ত। কি কল্লুম—সর্ব্বনাশ
! মানুষ খেতে না পেলে কি করে? এই ত করে—আবার কি করে?
—না না, তাও ত নয়; হাঁ হাঁ—তাও যে নয় গো! ওরে বাবা, কি
খেতে না পেলে কি করে? মোট বয়—চাকর হয়—চুরি—করে, বাটপাড়ি
আমার মাথা করে, মুণ্ডু করে—ওরে বাবারে, কি কল্লুম রে! না না,
য একটা ফলের নাম—ফাঁক্ ফাঁক্, ঢেঁড়স্ ফাঁক্, রাই ফাঁক্, সর্ষে ফাঁক্,
াক্—মস্‌নে ফাঁক্—আল্লার দোহাই ফাঁক্। ফাঁক্, ফাঁক্, ফাঁক্। (উন্মত্ত-
িরিক্রমণ) গম ফাঁক্, অড়র ফাঁক্, মটর ফাঁক্, ভুট্টা ফাঁক্। ওরে বাবা
াম ফাঁক্, আম ফাঁক্, লিচু ফাঁক্, কাঁটাল ফাঁক্। ওরে বাবা রে—কি
। ওরে কিসে দোর খোলে, কেউ ব'লে দে না রে। মানুষে খেতে
কি করলে দোর খোলে, ব'লে দে না রে, সব দেব—গোলাম হব,
—ওরে আলি—ওরে প্রাণের ভাই আলি। ভাই তোরে আমি সব
মি তোর হব, তুই খেতে দিস খাব, না খেতে দিস, শুকিয়ে মরব।
সঙ্কেত জানিস। দে ভাই, মেহেরবাণী ক'রে দোর খুলে দে।
াক্, পেস্তা ফাঁক্, মনক্কা ফাঁক্, বেদানা ফাঁক্, কিস্‌মিস্ ফাঁক্, দোর
াহাই আল্লা—দোর খোল।

থ্যে। চিচিঙ ফাঁক্।

দম। কে ও, আলি এলি? (দস্যুগণের প্রবেশ) ওরে বাবা রে।

কে?

স্যু। চিনতে পারছ না—তোমার বাপ।

[কাসিমকে লইয়া বহির্গমন

থ্যে। (বারত্রয় বাপ শব্দ)

চতুর্থ দৃশ্য

[কাসিমের বহির্ব্বাটী। সাকিনা ও মর্‌জিনার প্রবেশ। সাকিনার গীত

আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন।
চ'খ ছল ছল, পা টলমল, রগ কেন টন্‌টন্‌॥
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
খালি হৃদয় কর্‌তেছে খাঁ খাঁ,—
(আমার) হাড় মড় মড় বুক ধড় ধড়—
প্রাণ কেন ঝন্‌ ঝন্‌।
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ॥

সাকিনা। আর যে আমি দাঁড়াতে পারছি না, মর্‌জিনা, আমার যে ট'লে ট'লে পড়ছে মর্‌জিনা। (মৃত্তিকায় শয়ন)

মর্‌। ও কি বিবি সাহেব! ঘরে চল—বারবাড়ীতে থাকে না। এখনি এসে পড়বে, জানাজানি হবে, বিপদ ঘটবে। ভয় কি। মানিব এ ফিরে আসবে।

সাকিনা। আর কখন্‌ আসবে, মর্‌জিনা—আসবে মর্‌জিনা? দুপুর সন্ধ্যে গেল, রাত্রি যায়—আর সে কখন আসবে, মর্‌জিনা—আলি বল্লে, ভাই বুদ্ধিমান্‌, তাই দিনের বেলায় এল না—বিশ্বাস কল্লুম। এখন আর করে বিশ্বাস করি মর্‌জিনা—ওরে মর্‌জিনা রে, আমার বুক যে কেমন রে। ও মা। তোর গলাটা দে মা। আমি একবার কাঁদি মা।

মর্‌। অনেক দূর থেকে আসছেন, তার ওপর ভারি জিনিস, তাই আ রাত্রি হচ্ছে।

সাকিনা। (মর্‌জিনাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি করলুম, মর্‌জিনা— পরের ধন দেখে হিংসে করলুল মর্‌জিনা!—তিনি যে আমাকে বড় ভালবা মর্‌জিনা। উঃ। কি করি—কোথায় যাই?

চারিদিকে ভ্রমণ ও মর্জিনার পাখা হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

মর্। ঘরে চল বিবি সাহেব।

সাকিনা। উঃ। জল, জল! ওরে বাবা, কি করলুম কি করলুম—কেন যেতে দিলুম? কেন বল্লুম না—তুমিই আমার টাকা। জল—জল।

মর্। আবদালা। সরবৎ নে আও। (আবদালার সরবৎ লইয়া প্রবেশ) আলি সাহেবের বাড়ী যা, দেখে আয়—সাহেব বাড়ী আছে কি না? থাকলে জল্দির ডেকে আন। [আবদালার প্রস্থান।

সাকিনা। মর্জিনা, আমাকে ফেলে যাস নি—আমার কাছে থাক্। আর আমার বাঁদী নোস্ ব'লে কি আমার কাছে থাকাবি নি মা? তোকে কত কষ্ট দিয়েছি।

মর্। সে কি, তুমি আমাকে মায়ের আদরে রেখেছ।

সাকিনা। আমার কাছে থাক্ মা, আর একটুখানি থাক্।

মর্। আমি এই ত রয়েছি।

সাকিনা। কোথাও যাস নি মা!

মর্। আমার তেমন মনিব নয়। তোমার কাছে থাকলে কিছু হবে না।

সাকিনা। আমি তোর এমন মনিবের রিষ ক'রে এই সর্ব্বনাস ঘটিয়েছি মা! , কি হ'ল, মর্জিনা—আমার কি হ'ল মর্জিনা! (পরিবেষ্টন) আমি বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে—আমার নসিবে এই ছিল? আমি যে এখনও বড় ছেলেমানুষ—আমি যে আজও একলা থাকতে শিখিনি রে মর্জিনা! (আলিবাবার প্রবেশ) ওগো আলি ভাই গো! ওগো আলি ভাই গো!

আলি। থামো—থামো, কর কি—কর কি?

সাকিনা। আমি যে থামতে পারি না গো! (আলিকে জড়াইয়া) ওগো আমার প্রাণের আলি ভাই গো।

(সাকিনা, আলি ও মরজিনার গীত)

সাকিনা। আরে মেরা ভেইয়া

গাঁত্তি লেকর ছাত্তি ফাড়ে জালিম্ মেরা সেঁইয়া।

আলি। আবি চুপ চাপ রও থোড়ি

মেরা গর্দ্দান দেও ছোড়ি ;

মর্। বিবি মাৎ ঘাবড়াও খুব জলদি

লেওট্‌বে তেরা জোড়ি ;

সাকিনা। যবতক উয়ো নেহি ঘুমেগা

হাম্ না ছোড়ি বৈঁইয়া

এসি টানে গা এসি বলে গা,

হেঁইয়া জোয়ান হেঁইয়া॥

আলি। হাঁ হাঁ থামো,—কর কি—কর কি !

মর্। থামো, বিবি সাহেব, থামো।

সাকিনা। ওগো ! আমার প্রাণের কাসিম এখনও এলো না যে গো !

আলি। আমি এখনি যাচ্ছি। মর্জিনা, বাড়ীতে যা ত মা, গাধা তিনটে আন্ ত।

সাকিনা। মর্জিনা থাক।

আলি। তবে আবদালা যা ত।

সাকিনা। আবদালা থাক।

আলি। তবে আমিই যাচ্ছি, দেখো, গোল ক'র না ; সর্ব্বনাশ হবে—বিপদ ঘটবে।

সাকিনা। আমার কি হবে—আলি, আমার কি হবে ?

আলি। তোমার লোকজন, টাকাকড়ি, খসম, সব হবে—কেঁদ না। আমার ভাই বোকা নয়, সে ঠিক আসবে, এসে তোমায় রাণী করবে।

সাকিনা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাও গো, আর যদি না তারে পাও গো ?

আলি। পাব, পাব—ঠিক পাব। চেঁচিও না, গোল ক'র না। [প্রস্থান।
সাকিনা। মর্জিনা, আমায় একটু বাতাস কর। (মর্জিনার তথাকরণ)
না, আমায় একটু সিরাজি এনে দে।
মর। তা আনছি—ব'স। [প্রস্থান।

(সাকিনার গীত)

আশে রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ-সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখিনীরে ॥
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ ;
জলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে ।
কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয় 'পরে,
মুছাবে মরম-ব্যথা আদর করে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে রে মতি-হীরে ॥

পঞ্চম দৃশ্য

[কাসিমের গৃহ-প্রাঙ্গণ। মরজিনা]

র্। কাসিম ত খাটী খাটী মরেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন সে এল খন সে নির্ঘাত মরেছে। তা হ'লে সাকিনা বিবি কি করবে? কি করবে? র ভেবে দেখি, কি করবে? আমীর ওমরাওএর বিবিরে যা করে, তাই করবে। প্রথম দিন দুই চার কাঁদবে, তার পর দুই চার দিন 'কি করি, কি করি' তারপর এক হাতে চোখ মুছবে, আর এক হাতে বিষয়ের গায়ে হাত । বিষয় মেয়েমানুষের হাত পেয়ে থাকবে থাকবে তেউড়ে উঠবে। আজ খাজনা আদায় হ'ল না, কা'ল অমুকের মোকদ্দমার ডিক্রীজারি হ'ল না, চবিল তছরুপাত, তার পরদিন লাটের কিস্তি বন্ধ। একটা দাওয়ান না ত চলবেই না। দিন কতক বিবি সাহেব থেকি হবে, বাঁদী বান্দার

প্রাণ যাবে—আড়ালে থাকলে ডেকে হায়রাণ হবে, সুমুখে এলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—'এটা দে, ওটা দে' ক'রে তম্বি করবে, আর এনে দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার পর আলো সইবে না—অাঁধার সইবে না, তা সইবে না। আর কান ভোঁ ভোঁ, মাথা কট্ কট্, বুকে ব্যথা, চোখের জ্বালা—এগুলো তা ফাউ, কাজেই কাজী সাহেবকে আসতেই হবে—কাজী এলেন ত মোল্লা এলেন, মোল্লা এলেন ত তাঁর সঙ্গে কল্মাও এলেন; এই রকম আসতে আসতে ঘোমটা এলেন, বাই এলেন, ঝুড়ি ঝুড়ি দাসি এলেন, থলে থলে মিঠাই এলেন, বাজরা বাজরা বাদাম-পেস্তার দল এলেন, জালা জালা সরবৎ এলেন, পিপে পিপে সিরাজি এলেন, সকল আপদ ঢুকে গেলেন—দাওয়ান মশাই চাকর ছিলেন, মনিব হলেন। কাসিম যাবে বলেই কি সাকিনা বিবির সংসার যাবে কিন্তু আলি সাহেবের কি হবে? আলি সাহেব যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় খরিদ করেছে; আমি তার ঘরের এখন বাঁদী নই, রাণী হয়েছি; আমার বড় আদর—বড় যত্ন। আর হুসেন—তার ভাইয়ের অধিক স্নেহ, আমাকে সুখী করবার তার কত চেষ্টা। এমন মিষ্ট সুন্দর প্রাণময় হুসেন—

(গীত)

ভালবাসে তাই ভাল বাসিতে আসে
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে॥
সে হাসিটি সে মুখের,
সে চাহনি সোহাগের;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি আকাশে ভাসে;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

তাদের ধনে কোথাকার কে এসে আমীর হবে। কাসিম ফেরে আচ্ছা-ফেরে, একটা উপায় চাই। চেষ্টা ক'রে দেখি, তার পর খোদার মর্জ্জি।

(আবদালার প্রবেশ)

আব। মর্জ্জিনা?

মর্। কেন মর্জিনাকে ?

আব। তুই ভাবছিস কি ?

মর্। এঁচে বল দেখি !

আব। বলব, তুই ভাবছিস "আবদালার মতন যদি একটা সুপুরুষ পাই ত কে সাদি করি।"

মর্। কাছ ঘেঁসে গিয়েছিস্ বটে, কিন্তু ধরতে পারিস নি, আমি ভাবছিলুম, বদালা যখন ম'রে যাবে, তখন গোর দেবে কে ?

আব। কেন, তুই পারবি নি ?

মর্। আমার হাতে বড় ব্যথা।

আব। বলিস কি, তা হ'লে ফলার পেকেছে বল। না হ'লে কেউ হাতটা কয়ে ধরেছে ?

মর্। কেন ধরবে না ? চিরকাল বাঁদী থাকব, সাদি হবে না ? নে বাজে রাখ, আমায় খুঁজছিলি কেন ?

আব। একটা দুঃখের কথা বলব বলে।

মর্। কি ?

আব। ফতিমা বিবির বাড়ীতে কে মরেছে ?

মর্। চোপ পাজী।

আব। ফতিমা বিবি কাঁদছে।

মর্। চোপ পাজী।

আব। কেউটে সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠলি যে ? ওইখানেই আঁতের না কি ? তা যাই হ'ক বাবা ! যে আঁতের ঘরে একটা হানা পড়েছে। মা বিবি 'হুসেন রে—হুসেন রে', বলে যেমন ডাক্-ফুকুরে চেঁচিয়ে উঠেছে, নি আলি সাহেব তার মুখে থাবা দিতে লেগেছে।

মর্। চোপ রও—ঝুটবাৎ, আলি সাহেব ঘরে নেই।

আব। আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম, তোমার ও তম্বি শুনবে কেন, ধন ?

মর্। বলিস কি আবদালা। (উপবেশন)

আব। বসে পড়লি যে মর্জিনা?

মর্। হাত থেকে একটা জিনিস পড়ে গেছে।

আব। তবে ব'সে ব'সেই শোন।

মর্। আর আমি শুনব না।

আব। সে কি? এখনও মজার কথা প'ড়ে রইল—শুনব না বল্লে ছাড়্‌কে, বিবিজান? আলি সাহেব ত মুখে থাবা দিতে লাগল, আর ফতিমা বি হাতের ফ'াকের ভেতর [illegible] যতক্ষণ পারলে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করতে লাগল। বি বোঝা কাঠ শুদ্ধ [illegible] গাধা! আলি সাহেব সেগুলো সামলাবে—ফতিমাকে সামলাবে; না 'হুসেন হুসেন' ক'রে চেঁচাবে!

মর্। আবদালা—আবদালা, তুই স'রে যা।

আব। এই যে, কথাটা শেষ ক'রে যাচ্ছি। তার পর ত হুসেন এল—

মর্। কি বল্লি?

আব। তুড়কি লাফ মেরে উঠলি যে! হুসেন এল ব'লে এল—একেবারে মর্জিনা বিবির রগ ঘেঁসে এল।

মর্। তোর গল্পটা বড় মিষ্টি লাগছে।

আব। তোর মুখটা কেমন শাকসেড়ে গেছে, তোর নাড়ী চন্ চন্ করছে, তোর বুক ধড় ধড় করছে।

মর্। বেশী খানিকটে মিষ্টি একেবারে কান দে ঢুকিয়ে দিয়েছিস—গলায় আটকে গিছল। আবদালা, কা'ল তোকে আমি পোলাও খাওয়াব।

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্। আবদালা, কা'ল আমি তোর সব কাজ ক'রে দেব।

আব। তারপর হুসেন ত এল—

মর্। তাঁর এসে কাজ নেই, আমি সব বুঝেছি!

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্‌। আরে থাম, বিবি সাহেব আসছে।

আব। তারপর হুসেন ভূ এল—

মর্‌। (আবদালার কর্ণ ধরিয়া) আবার !

আব। আরে হুসেন নয়—কাসিম, কাসিম—

মর্‌। বলিস কি ?

আব। একেবারে চার ফালি—

মর্‌। বলিস কি ? চ'লে যা, চলে যা—সাকিনা বিবি আসছে।

[আবদালার প্রস্থান।

(সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। রাত্তিরও ত গেল মর্‌জিনা !

মর্‌। তা ত দেখতে পাচ্ছি।

সাকিনা। তবে কি আমার কপাল ভাঙ্গল ? কাসিম কি আর ফিরবে না ? বুঝেছিস কি ?

মর্‌। এখনও ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আলি সাহেব না ফিরলে বাবুঝি মিছে। বিবিসাহেব, ঢের রাত হয়েছে। একটু ঘুমোও গে আমি বার দেখে আসি।

সাকিনা। ঘুম হ'ল না মা—ঘুম হবে না মা—ঘুমুতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

মর্‌। কি দেখেছ বিবি সাহেব।

সাকিনা। দেখেছি, আমার যেন আবার সাদি হচ্ছে—লোকজন হৈ হৈ রৈ চ্চে—আবদালা নাচছে, তুই গাচ্ছিস—আর কাসিম আমার একটি কোণে য়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে। আমি তার মুখ দেখে কাঁদছি—কন্না পড়ছি।

মর্‌। তা হ'লে বিবি সাহেব, আমিও বলি, আমিও একটু ঘুমুতে গিয়েছিলুম, ওই রকম একটা একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

সাকিনা। ঠিক আমার মতন ?

মর্। প্রায়! আমি দেখেছি, তুমি যেন নতুন খসমের গলা ধ'রে কাঁ
আর কাসিম সাহেব একটা বটগাছের ডাল নাড়া দিচ্ছে।

সাকিনা। বলিস কি?

মর্। দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়লুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। তবে আমার কাসিমের বুঝি কি হ'ল রে?

মর্। আস্তে আস্তে!—পাড়ার লোক জানতে পারলে সর্ব্বনাশ ঘটা
বিবি সাহেব! মোহরের কথা বাদশার কানে উঠলে ধনে প্রাণে যাবে।

সাকিনা। কি করি, কিছু বুঝতে পারছি না মা!

মর্। কি আর করবে বিবি সাহেব—খোদার হাত, আমাদের ত আর ন
আলি সাহেব আসুক, সে কাঁদতে বলে কাঁদবে, চুপ ক'রে থাকতে বলে চুপ ক
আর কিছু করতে বলে, তাই করবে। আমি আসছি।

সাকিনা। না মা, তুই থাক মা,। আমি যে কখনও একলা থাকি নি
একলা থাকতে জানি নি যে রে মর্জিনা।

মর্। আবদালাকে ডেকে দিই, ততক্ষণ তাকে রাখ।

সাকিনা। সে থাকা না থাকা দুই সমান, তুই থাক মা—তুই থাক।

মর্। বেশ, রইলুম।

সাকিনা। আচ্ছা আমার স্বপ্নের খসমকে তুই চিনতে পেরেছিস?

মর্। কতক কতক।

সাকিনা। কে বল দেখি?

মর্। সে কেমন চেনা চেনা—অচেনা অচেনা।

সাকিনা। দেখে থাকিস ত বল না!

মর্। যেন আলি সাহেবের মতন ধরণটা।

সাকিনা। দূর পোড়ারমুখী!

মর্। হাঁ বিবি সাহেব, সত্যি বিবি সাহেব।

সাকিনা। আলির আর কিছু আছে কি? সর্ব্বস্ব দিয়ে ত তোকে কিনেছ

। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

কিনা। সবই আছে, দু'চার থলে কাউ দিয়েছে—না ?

। আমি বলতে পারব না বিবি সাহেব, আমি এখন তাঁর বাঁদী।

কিনা। ওরে আমারও কাসিম পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল যে রে !

। চুপ চুপ।

কিনা। ফতিমা খুব হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে ?

। আর কি করবে ?

কিনা। ওরে, সে আমার কাছে যে কাঠ বেচত রে, আমি যে জোয়
জ কথা কইতুম না রে !

। চুপ চুপ, কে দোর ঠেলছে—ঘরে যাও। ঘরে যাও।

কিনা। আমি চল্লুম, দেখিস মা—দেখিস মা। [সাকিনার প্রস্থান।

। ওরে বেটী, তোর ভেতরে ভেতরে এত ! কাসিম মরেছে কি না,
এখনও পাসনি। এখনি এমন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছ। যাই হ'ক, এতে
মনিবের ভাল, তা নইলে বেটী তোকে পয়জার পেটা করতুম—তা তুই
। বেটী বেইমানী। যাই, আমার মনিব কি এনেছে, একবার
াসি। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রমোদোদ্যান। বাদু হস্তে বাঁদীগণের প্রবেশ। বাঁদীগণের গীত]

এমন ক'রে হতাদরে রেখেছে বাগান।
থাকলে মালী শোন্ লো বলি, হ'তো যে তার টান॥
ঘাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঝেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যথা ধরেছে ;—
মাঝে প'ড়ে বসরা গোলাপ হ'ল লো হায়রাণ॥ [প্রস্থান।

(আলি, সাকিনা ও মর্জিনার প্রবেশ)

সাকিনা। আমি আর কি করি আলি সাহেব, আমার হাত-পা আসছে না

মর্। দেখ, তাড়াতাড়িতে একটা গোল ক'রে বোস না। আমি ব
চার ফালি মুর্দা কোন রকমে সেলাই ক'রে, লোককে জানাও, কাসিম সাহে
বেমার হয়েছে ; তার পর লোক-দেখান হাকিম ডাকিয়ে, দাওয়াই আনি
গোর দাও।

আলি। বেশ কথা। তবে যা মা মর্জিনা, বাজারের ও ধারে য
মুস্তাফা ব'লে এক জন ওস্তাদ চামার আছে, তাকে এই রাত্রেই নিয়ে আ
কিন্তু একটু চালাকি ক'রে আনিস, সে আগে থাকতে না সন্দেহ ক'রে ব
তুই চালাক মেয়ে, তোকে আর বেশী বলব কি ?

মর্। আচ্ছা।

আলি। সাকিনা বিবি, চল, এখন আর পাগলের মত ঘুর না। ত
ফতিমার কাছে দু'দণ্ড বসবে এস।

সাকিনা। উঃ ! [আলি ও সাকিনার প্রস্থান

মর্। এখন সাকিনা বিবির জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ
উপায় একটা করতেই হবে, হুসেন ত আমার হাতে, আর ফতিমা যে মে
পিত্যিশি, তাকে রাজি করতে কতক্ষণ ? (হুসেনের প্রবেশ) দেখ হুসেন সা
তোমার বাপ-মাকে ব'লে আমায় আবার বেচে ফেল।

হুসেন। ও কি কথা মর্জিনা !

(মর্জিনার গীত)

মর্। আমি ঢের সয়েছি, আর ত সব না।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন যেচে পরব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি।
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর ত রব না॥

হুসেন। এ সব কি কথা মর্জিনা ?

মর্‌। তোমার বাপকে ডেকে আমায় এখনি বেচে ফেল—তর সইছে না।
নিষ্ঠুর—সাকিনা বিবির জন্য সবাই কাঁদছে, আর তোমার চোখে জল নেই!

হুসেন। নেই কে বল্লে মর্‌জিনা? আমার চোখের জলে দুনিয়া ভেসে
, কিন্তু মর্‌জিনার মন ভিজল না!

মর্‌। দুনিয়ার পোড়া বরাৎ। তুমি কার জন্য কেঁদেছ? নিজের জন্য যে
াল-কুকুরেও কাঁদে। আরে ছ্যা—তা হ'লে ত এখনই বিক্রী হতে হ'লো।
আর খদ্দের! এক পয়সায় বাঁদী যায়। এক, দো—খদ্দের চ'লে আয়।

হুসেন। তা হ'লে কি করতে হবে?

মর্‌। ওই ফুলগাছের পাশটিতে ব'সে কাঁদ গে, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

হুসেন। বেশ—চল্লুম। [হুসেনের প্রস্থান।

মর্‌। ফতিমা বেটী আসছে!

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। পয়জার মারব, ঝাঁটা পিটব—এত বড় আস্পর্দ্ধা—আবার নিকে?
মর্‌জিনা, কোথায় আলি?

মর্‌। তারা মানুষ দেখছে, আর স'রে স'রে যাচ্ছে।

ফতিমা। তুই একবার দেখিয়ে দে না।

মর্‌। কেঁদে কেঁদে সবার চোখ ফুলে গেল, কে সন্ধান দেবে? ওই দেখ
সাহেব কাঁদছে!

ফতিমা। হুসেনও কাঁদছে?

মর্‌। কেবল কাঁদছে? কান্না থামাতে পারছি না। 'চাচি রে' 'চাচি রে'
। গলা ভাঙ্গিয়ে ফেল্লে।

ফতিমা। ও মর্‌জিনা—কি করি মর্‌জিনা?—তা হ'লে যে নিকে হ'ল।
ারও যে কান্না পাচ্ছে মর্‌জিনা!

সাকিনার প্রবেশ)

সাকিনা। কে ও, দিদি এলি? দিদি রে!

ফতিমা। (ছুটিয়া সাকিনার গলা ধরিয়া) রে-এ-এ-এ।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। চাচি রে—চাচা রে।

মর্। রে—এ-এ-এ।

ফতিমা। কেঁদো না বোন্, আমি উপায় করছি। কাঁদিস্ নে মর্জিনা, কাঁদিস্ নে হুসেন—আয় আমার সঙ্গে। [সকলের প্রস্থান।

(জলের চুড়ী লইয়া বাঁদীগণের প্রবেশ)

(বাঁদীগণের গীত)

ফোটে ফুল শুকনো ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পানি ফুলমণি লো আড়নয়নে চায়॥
সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভোমরা বঁধু,
চ'লে ফুল হয় লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়।
(ওলো দেখবি যদি আয়)
সাধের লহর উজান ব'য়ে যায়॥

[বরবেশে আলি ও তৎসহ আবদালা,বাঁদীগণ, সাকিনা, মর্জিনা ও ফতিমার প্রবেশ.

(গীত)

আলি। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব মাফ করলেও কাহে কো গোল মাচাও॥
বাঁদীগণ ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
সাকিনা। বান্দা সাচ বোলা হায় তুম্।
মর্। বিবি সাচ বোলা মালুম,
ফতিমা। সে কি? কিছু হবে না ধুম?
বাজা বাজবে না দ্রুম্ দ্রুম্?
আলি। মেরা ঘরমে ভরা মুর্দা-ব্রাদার
কেয়াবাৎ বাতাও, বুরা কেয়াবাৎ বাতাও?
বাঁদী ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ কর লেও কাহেকো গোল মাচাও॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মুস্তাফার দোকান। মুস্তাফা ও মুচি মুচনীগণের গীত)

পুরুষগণ। ধাঁ গুড় গুড় ধাঁ গুড় গুড় ধাঁ গুড় গুড় ধাঁ।

ধাঁই ধড়াধড় ধাঁই ধড়াধড় রে মাঘলে খা।

স্ত্রীলোকগণ। পর মুলুকে গইল মরদ ঘরকে আইল না।

পরদা কি রে ফয়দা ফাঁক

বিবি বাড়াইল পা।

পুরুষগণ। ধাঁ গুড় গুড় ধাঁ গুড় গুড়···ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকগণ। কসম খায়কে কয় লো

খসমকে মাথোর পা

জলদি জরু করদি নিকা কইলো বে-পরোয়া।

পুরুষগণ। ধাঁ গুড় গুড় ধাঁ গুড় গুড়···ইত্যাদি।

মুস্তাফা। খোদা, একটা টাকা পাইয়ে দে, আট আনার সরাপ, দু'আনার পাই, চার পয়সার এণ্ডা, চার পয়সার চেনাচুর, আর চার আনার খিচুড়ি ন খাই।

(মধুজিনার প্রবেশ)

মধু। বাবা মুস্তাফা। (মাতালের ভাণকরণ)

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মধু। তোমার দোকানে একটু বসবো?

মুস্তাফা। সে কি বিবি সাহেব। আমার এ জুতোর দোকানে? সে কি বি সাহেব?

মধু। আর কি বিবি সাহেব। আমি এই পড়লুম। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্‌। তোমার দোকানে গড়াগড়ি খাব?

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি, কর কি—বিবি সাহেব? দোকানে গড়ালে খদ্দের আসবে না। বউনির সময় গড়াগড়ি খেও না, দোহাই বিবি সাহেব!

মর্‌। তা হ'লে কি করি বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। তোমার হয়েছে কি বিবি সাহেব?

মর্‌। আমার প্রা'র জালা হয়েছে।

মুস্তাফা। রাত্রে খুব বেশী সিরাজি খেয়েছ বুঝি?

মর্‌। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার মরেছে বুঝি?

মর্‌। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার কার সঙ্গে আসনাই করেছে বুঝি?

মর্‌। বাবা মুস্তাফা, তুমি কি পীর? ঠিক ধরেছ বাবা।

মুস্তাফা। কেমন, ঠিক ধরেছি না?

মর্‌। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্‌। বাবা মুস্তাফা, আমি তোমার দোকানে গড়াগড়ি দেব আর কাঁদবো।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ, এখনি সকাল হয়ে যাবে—লোক জানাজানি হবে—আমার পসার মাটী হবে—কর কি? কোথা থেকে আমায় মজাতে এলি বিবি সাহেব?

মর্‌। তা হলে উপায় কর, দাওয়াই দাও।

মুস্তাফা। বুঝে বুঝে ঠিক জায়গায় এসেছ বিবি সাহেব! ও রোগের দাওয়াই এইখানে আছে। কিন্তু তোমায় দিতে আমার সরম হচ্ছে।

মর্‌। কেন বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। আরে বেটী, তোর গাটি তুলতুলে, মুখখানি ঢুলঢুলে, চোখ দুটি

ছলছলে—কি ব'লে তোকে সে দাওয়াই খাওয়াই ?

মর্। কি দাওয়াই বাবা মুস্তাফা ?

মুস্তাফা। এই পটাপট্ পিঠে পয়জার। একবার ঝাড়তে পারলেই গায়ের জ্বালা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি প্যাগম্বর! এই টাকা নাও—পয়জার মার; তুমি ছেঁড়া প্রাণ জোড়া দিতে পার। (মুদ্রাদানের উদ্যোগ)

মুস্তাফা। বাবা—এ কি? মাফ কর বিবি সাহেব। অতটা পারি না বিবি সাহেব! তবে কাটা শরীর বেমালুম জুড়তে পারি!

মর্। পার ?

মুস্তাফা। একবার দিয়েই দেখ না।

মর্। তা হ'লে এই বায়না নাও—আমার সঙ্গে এস। (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। (স্বগত) এ কি? একটা মোহর বায়না! এ বেটী ত সামান্য লোক নয়!

মর্। ভাবছ কি? ওঠ! (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। অঁ্যা অঁ্যা—বেগম সাহেব, শাহাজাদী—বান্দা গরীব।

মর্। কিন্তু পথে তোমার চোখে রুমাল বেঁধে নিয়ে যাব।

মুস্তাফা। মারা যাব শাহাজাদী! আমি গরীব, আমার খেতে পরতে অনেকগুলি।

মর্। ভয় কি? তোমায় খুন করতে নিয়ে যাব না—তোমায় আদর করব। আমার মুখখানা দেখলে কি খুনে বলে বোধ হয়? বাবা মুস্তাফা! বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তা কি হয়—তা কি হয়?

মর্। আমার চোখে কি দুষ্টুমি মাখান থাকতে পারে?

মুস্তাফা। তা কি পারে?

মর্। (মুস্তাফার গায়ে হাত বুলাইয়া) এ হাতে কখন কি অস্ত্র ধরা চলে, বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। আরে আল্লা (ঘাড় নাড়িয়া) তা হ'লে কি সত্যি সত্যি ঘর মিতে হবে? সত্যি সত্যি কি কারও হাত পা কেটে গেছে?

মর্। আমি কাটা পড়েছি—আমার জান্ নিকলে গেছে, বাবা মুস্তাফা! ঘর নাও, বাবা মুস্তাফা যেখানে যা আছে সব নাও।

মুস্তাফা। নিয়ে রাখি, পথে আসতে খদ্দেরও জুটে যেতে পারে। (স্বগত) আজকে আমার জোর কপাল। এ ত দেখছি কোন ওমরাওর ঘরের মেয়ে— রাত্রে বেরিয়েছিল, যে বেটা বার করেছিল, সে বেটা ভেগেছে, এখন একা ফিরতে পারছেনা, তাই আমার আশায় আছে; কিন্তু পাছে কার বাড়ী জানতে পারি, তাই চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। যাক্ কার বাড়ী জানবার দরকার কি? আমার বরাতে কিছু পাওনা ছিল, পাওয়া গেল! (ঘরের ভাঁড় বগলে করিয়া) নাও, বিবি সাহেব, চোখ বাঁধ। চোখ না বাঁধলেও চোলতো, আমি আপনার গোলাম— আমি বলতুম কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা আমার মস্ত মান।

মুস্তাফা। তা বুঝেছি বিবি সাহেব, তবে বাঁধ বাঁধ, ক্ষতি নেই।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি বড় আচ্ছা আদমী, আমার নিকে হ'তে সাধ হয়।

মুস্তাফা। এ আল্লা—আমার কি সেই নসিব? কেন বিবি সাহেব, আমায় আসমানে তুলছো?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আসমানে তুলছি, আসমানেই রাখব, ফেলব না—বাবা এখন চল, একটা গান শুনবে?

মুস্তাফা। ছিঃ ছিঃ ছি! পড়ে মরবো যে বিবি সাহেব! বিষম খাব যে বিবি সাহেব!

(মর্জিনার গীত)

হামে ছোড়ি দে রে সৈঁইয়া ছোড়ি দে রে—
ময় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরাবরিসে গীত নেহি হোগা,
তেরা গীত (হো হো মিঞা) বকমারি।

তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, অঁাখিয়া লালি হোয়ে,
তোম মেছি আওয়ে
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে—
বেইমানকো এইসা হায় দাগাদারি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুহার সম্মুখ। দস্যুগণ]

সর্দার। দেখ, দেখ, রাগের মাথায় তখন এক কাজ করা গেছে, মুর্দোটাকে চার ফালি করে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, কাজ ভাল হয় নি। তখন কারও জ্ঞান হ'ল না—মানুষটা চিরকাল টাটকা থাকবে না—পচলে কেল্লায় টেকা ভার হবে।

১ম দস্যু। আমি সে সময় মনে করেছিলুম।

২য় দস্যু। আমিও বলবো মনে করেছিলুম।

৩য় দস্যু। আমি বলতে বলতে ভুলে গেছলুম।

সর্দার। থাক, যা হবার তা হয়েছে, এখন এক কাজ কর। তুমি মুর্দোটাকে বাইরে ফেলে দাও, তুমি গুগ্‌গুল জ্বালিয়ে ঘরের চারিদিকে ধুনো দাও, আর তুমি পেয়ালা আর সিরাজির বোতল নিয়ে এস। এবারকার ভাগটা ফস্কে গেল, তিন দিনের ভেতর একটাও খোরাক জুটলো না। মিছে মেহনত, গা মাটী মাটী, মন খারাপ। জল্‌দি যাও, সিরাজি লে আও।

১ম দস্যু। যো হুকুম (গুহাদ্বারে করাঘাত) চিচিঙ্‌ ফাঁক্‌।

[গুহার ভিতর দস্যুত্রয়ের প্রস্থান।

(বেগে প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

১ম দস্যু। সর্দার, সর্দার!

সর্দার। কি, ব্যাপার কি?

১ম দস্যু। লাস নেই—

(২য় দস্যুর প্রবেশ)

সর্দার। সে কি! অঁ্যা! অঁ্যা! তোমার কি?

২য় দস্যু। বোতল ফটাফট।

সর্দ্দার। সে কি? সে কি?

সকলে। সে কি, সে কি? এ ক্যা বাৎ?

(৩য় দস্যুর প্রবেশ)

৩য় দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)।

সকলে। আবার কি? আবার কি রে।

৩য় দস্যু। বাটপাড়—জবর বাটপাড়—গুদাম সাবাড়।

সর্দ্দার। সাবাড়—মাল তছরূপাৎ। এ—এ ক্যা বাৎ। আও হামারা সাথ, মৎ রও তফাৎ, এ ক্যা বাৎ?

সকলে। এ কেয়া দিকদারি? খামাল লেকে আসামী ফেরার—এত হুঁসিয়ার তবু গুণাগার?

(দস্যুগণের গীত)

সর্দ্দার। শালা লুঠ লিয়া, শালা লুঠ লিয়া।
তেরা জান্ লিয়া মেরা জান্ লিয়া॥

সকলে। শালা পাক্কা হুঁসিয়ার চোর—

সর্দ্দার। শালা সাঁচ্চা হারামখোর—

সকলে। শালা কাম কিয়া বরবাদ্—

সর্দ্দার। বড়া বাটপাড় হারামজাদ্—
মেরা জান্ লিয়া, তেরা জান্ লিয়া;
ভালা ঠক্‌চকেকো ঠকা দিয়া।

সকলে। শালা কেয়া কিয়া, মিঞা কেয়া কিয়া;
তেরা জান্ লিয়া, মেরা জান লিয়া॥

(গৃহমধ্যে প্রবেশ ও পুনঃ বহির্গমন)

সর্দ্দার। চোর গ্রেপ্তার করতেই হবে, না কল্লে আমাদের নিস্তার নেই। আজই, যেই হ'ক তোমাদের মধ্যে একজন যাও, আর তোমরা যদি না যাও, তা

হলে আমি যাই।

সকলে। আমরা যাব—আমরা যাব।

সর্দার। চুপ কর, গোলমাল ক'র না, শোন। এ যেমন তেমন যাওয়া নয়, একেবারে ধরা, আর মারা। সে নিজে না জানতে পারে, বাদশার না কানে ওঠে—এমনি করে ধরা চাই; সবাই গোল করলে হবে না। যে হ'ক একজন যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা আমি— [অন্য দস্যুগণের ভিতরে প্রস্থান।

সর্দার। শুধু যাওয়া নয়, সবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হলফ কর—না ধরতে পারে গর্দানা যাবে! বুঝে হলফ করে যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা।

(গীত)

শালা লুঠ লিয়া…ইত্যাদি। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[কাসিমের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ। ফকিরগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিল্‌দার
সাঁচ্চা সল্লা লেও দিল্‌দার।
জন্ কি রোশনি বুত যাভে হেঁ আভে অঁাধিয়ার॥

১ম ফকির। দৌলত দুনিয়া গুরু ছাওয়াল।
সবকোই লেকে হাল,
মেকি ছোড়কে বদিমে গিরকে নেহি হো গুণাগার।

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিল্‌দার…ইত্যাদি—

১ম ফকির। খোদাকো নাম লেও জিন্দগি ভোর
জউহর কর' বাটোর;
শয়তান ঘুম রহে হরদম্ সাথমে রহো হুঁসিয়ার॥

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেওদিল্‌দার ইত্যাদি— [প্রস্থান।

(দস্যু ও চক্ষু বন্ধ মুস্তাফার প্রবেশ)

দস্যু। ঠিক যাচ্ছ তো বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। ঠিক যাচ্ছি।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি এমন হুঁসিয়ার, তোমায় একটা ছুকরী এসে ঠকিয়ে গেল?

মুস্তাফা। আরে ভাই, চোখওয়ালা শালারাই আছাড় খায়। যে কাণা—সে ঠিক পা ফেলে ফেলে চলে যায়; যখন যৌবন ছিল, তখন কেউ আমাকে ভোলাতে পারত না। বুড়ো হয়েছি, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে। নজর গেছে—এমন সময় মেয়েমন্থেষের কুহকের ফাঁদে পড়ব, এটা কি আমারই বিশ্বাস ছিল?

দস্যু। তারিফ করলে, বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তোমায় বলতে হবে কেন ভাই? আমি নিজেই আপনাকে তারিফ করছি। বেটী এল, আর এক লহমায় যেন গাড়োল বানিয়ে গেল!

দস্যু। দেখতে বুঝি খুবসুরৎ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, সে কথা আর তুলিস কেন? শেষকালে কি পথ ভুলে মরব, খানায় পড়ব?

দস্যু। না না, কাজ নেই; তুমি ঠিক ঠিক পা ফেলে চল।

মুস্তাফা। জুতোয় ঠকাঠক্ ঘা মারছি—আপনার মনে মাথা গুঁজে কাজ করছি—এমন সময় নহবতের সানায়ের আওয়াজ যেন কানে ঢুকলো,—'বাবা মুস্তাফা' 'বাবা মুস্তাফা', একটু আফিম খাই; মনে কর্লুম, মৌতাত বুঝি প্রাণের চারি ধারে পাক মারচে—স্ফূর্তি ক'রে সুর চড়িয়ে দিলুম। 'বাবা মুস্তাফা'—আবার! মাথা তুলে দেখি, আর কি বলবো ভাই—রগরগে রগরগে পোষাক—পানপানা মুখ—গোলাপী রঙের ঠোঁট, তাতে পটল চেরা চোখ—তাতে বিত্তিকিচ্ছি ঠার—মজাদার হাসি—রাঙা ঠোঁট দিয়ে সিরাজমাখান কথা—তোর কি না—বোধ হ'ল যেন আসমান থেকে চাঁদ উতরে এলো, মাথাটা যেন বন্ বন্ ক'রে

ঘুরে গেল। 'বাবা মুস্তাফা'। উঃ—বেটী আমায় বড় ঠকিয়েছে। 'বাবা মুস্তাফা'! কি মিঠা বাৎ—'বাবা মুস্তাফা।' আরে বেটী—

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি টাল খাচ্ছ !

মুস্তাফা। টাল কি ঠিক খাচ্ছি বাবা, তা হলে একটু চাগাড় দিতে দিতে এস। কিন্তু বাবা, তোমার তারিফ দিই, খুঁজে পেতে সন্ধান ক'রে আমায় ত বার করেছ বাবা।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, প্রাণের জ্বালা, বড় জ্বালা। তোমায় যদি খুঁজে না বের করতে পারতুম, তা হ'লে কি আমার গর্দ্দানা থাকত?

মুস্তফা। এ কি রকম কথা বাবা? ভারি, ধোঁকায় পড়লুম যে। চুল পাকালুম, সত্যিই কি বুদ্ধি একটুও পাকে নি? না বাবা, আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি নি। এই চোখের কাপড় খুল্লুম।

দস্যু। হাঁ হাঁ কর কি, কর কি! চল চল, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমায় ভাল ক'রে পোলাও খাওয়াব।

মুস্তাফা। না বাবা, আমার পোলাওয়ে কাজ নেই, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘুগ্নিদানা খাওয়াব।

দস্যু। কথাটা কি জান, বাবা মুস্তাফা, আমার মনিব মস্ত এক জমীদার। যে দিন সিরাজি খেয়ে তোমার দোকানে সেই ছুঁচীটে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেই দিন তার ওপর আমার মনিবের নজর পড়ে। তারপর আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যেমন করে হ'ক, সেই ছুঁচীটের সন্ধান করতে হবে। খোদার মেহেরবাণীতে, বাবা মুস্তাফা, অনেক তকলিফ পেয়ে তোমার ঠিকানা ক'রে, তোমার শরণ নিয়েছি। সব শুনলে, এখন চল বাবা, চল।

মুস্তাফা। হ'তে পারে বাবা। সে খুবসুরৎ চেহারা দেখলে কত বেটা নবাব-বাদসার মুণ্ডু ঘুরে যায়, তোমার মনিব ত জমীদার! তবে কি জান, আমার আগাগোড়া ব্যাপারেই কিছু ধোঁকা লেগেছে। সে বেটী চোখ বেঁধে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তারপর তুমি বাবা আমার সাত পুরুষের

কুটুম, কে তার ঠিক নেই, আমার কাছে এলে, বোনাইয়ের আদর ক'রে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ছুড়ীর বাড়ী দেখিয়ে দেবার জন্ম নিয়ে চলেছ। কে জানে বাবা, এর ভেতর কি গোলকধাঁধাঁর ঘোর আছে।

দস্যু। কিছু না, কিছু না। হাঁ বাবা মুস্তাফা, আর কত পথ?

মুস্তাফা। খোদার মালুম বাবা। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, সেলাই করিয়ে নিয়ে ফের চোখ বেঁধে মাঝরাস্তায় ছেড়ে দেয়, তার পর তোমার সঙ্গে দেখা।

দস্যু। আচ্ছা, তুমি একবার চোখ খুলে দেখ দেখি।

মুস্তাফা। বাবা, তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে। এ আন্দাজে পা ফেলে ফেলে ফেলে যেমন ক'রে হোক দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমায় পৌঁছে দেব!—কিন্তু বাবা, চোখ খুল্লেই সব অন্ধকার! রোস বাবা রোস, ঠিকানা যেন লেগেছে। ধর বাবা আমার হাত, ডানহাতি আবার নিয়ে চল। (কিয়দ্দূর গমন) আঃ শালা, চলেছে না ত, যেন টাট্টু ঘোড়া লাফ খাচ্ছে। থামো বাবা—থামো। এই পর্যান্ত—এইখানে এসে থেমেছি। দেখ দেখি, এখানে কোন বাড়ী আছে না কি?

দস্যু। সেলাম বাবা মুস্তাফা। বহুৎ বহুৎ সেলাম। তোমার ঠাওর বটে।

মুস্তাফা। তবে চোখ খুলি?

দস্যু। খোল।

মুস্তাফা। (চোখ খুলিয়া) সত্যিই ত, এত খাসা বাড়ী দেখছি। এর পর একটা বান্দা এসে দোর খুলে দিলে, তার পর বান্দার হাত ধরে বাড়ী ঢুকলুম।

দস্যু। (গৃহদ্বারে খড়ির চিহ্ন দিয়া) নাও, সকাল হ'ল, পালাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। আলি সাহেব যাদের ধন এনেছে, তারাই ত কাসিম সাহেবকে কেটেছে। তারা যে আলি সাহেবের সন্ধানে ফিরছে না, তাই বা কে বলতে

পারে? ফিরুক আর নাই ফিরুক, কিছু দিন ত আলির বাড়ী চৌকি দিতেই হবে এ কি?—এত তোরে দোরে দাগ দিলে কে? হয় কোন দুষ্টু ছোঁড়া, না হয় আবদালা বোকা—আর কে? খড়ি দিয়ে আর কার কি লাভ? কই, কা'ল ত এ দাগ দেখি নি—তবে ছোঁড়ারা দিলে কখন্? (কিয়দ্দূর অগ্রগমন) বা! বা! এ ত এতকাল দেখি নি। এতকাল এসেছি গিয়েছি, এ ত কখন নজরে পড়ে নি! সব বাড়ী এক ধরণের—কিছু তফাৎ নেই? না, ফিরতে হ'ল, ভাল মন্দ হ'ক, হুঁসিয়ারিতে দোষ কি? এই যে একটা খড়িও প'ড়ে রয়েছে। (খড়ি লইয়া প্রত্যেক দ্বারে চিহ্ন প্রদান) কি যেন কি মনটা কচ্ছে—কারে কি বলব, কোন দিক্ দেখব, কি করতে এসেছি! মনিব—মনিব—আমার মনিব—বড় ভাল মনিব। আমি কি এখন বাঁদী?—আমি যে সব। হিসেব রাখতে, হুকুম চালাতে, নাচতে, খেলতে আমিই যে এখন সব। আলি সাহেব মর্জিনার বকুনির ভয়ে অস্থির, সাকিনা মর্জিনা বলতে অজ্ঞান, ফতিমা মর্জিনায় পাগল, আর হুসেন মর্জিনায় মিশিয়ে গেছে।

(গীত)

এসে হেসে কাছে এসে বোস।
সোহাগ-বাঁধন বেঁধেছে সে।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে॥
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে,
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে;
আমি-ময় সে আমার; আমারে সে-ময় করেছে রে,
প্রেম স্বপ্ন দেখা চলেছে রে॥

চতুর্থ দৃশ্য

[আলিবাবার দরদালান। আবদালা ও জনৈক বান্দার প্রবেশ এবং খাদ্যের পাত্রাদি হস্তে গমনাগমন]

আব। খুব বড় সওদাগর, ভাল ক'রে তজ্‌বিজ্‌ কর—বকসিস্‌ মিলবে।

বান্দা। বহুৎ আচ্ছা। [উভয়ের প্রস্থান।

(মর্‌জিনার প্রবেশ)

মর্‌। সত্যি সত্যিই আমি হলুম কি? লোক দেখলে সন্দেহ করি, হাসি শুনলে ভয় পাই, রাত্রে অতিথি দেখলে শুকিয়ে যাই, ঘরে একটা কুটো দেখলে অস্ত্র ব'লে ভয় করি, জানালা দিয়ে হাওয়া বইলে আতঙ্কে শিউরে উঠি—আমার হ'ল কি? হয়েছে হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? আমার সোনার মনিব।—সেই মনিবের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। ডাকাতের কথা মনে পড়লেই আমার সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। সওদাগর না হয় ভাল লোকই হ'ল, মনিবের জন্য ওকে একটু সন্দেহ করতে দোষটা কি? কারে মনের কথা বলি? হুসেনকে? না, সে হয় ত গোল ক'রে বসবে।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। হুসেনকে ডাকছিলে মর্‌জিনা?

মর্‌। হাঁ!

হুসেন। হুসেন মরেছে।

মর্‌। আহা, কবে গো; হুসেন যে বড় ভাল ছেলে ছিল গো। ক্যাবা ক্যাবা বোঁকার মতন—সোনার হুসেনের কি হয়েছিল গো! আমি যে হাসি—থুড়ি কান্না রাখতে পাচ্ছি না যে গো।

হুসেন। দেখ মর্‌জিনা, হুসেন সত্য সত্যই মরেছে।

মর্‌। কবে?

হুসেন। যে দিন তাকে থানা থেকে মর্‌জিনা ছাড়িয়ে এনেছিল!

মর্‌। না হয় চল, তোমায় আবার রেখে আসি।

হুসেন। এখনি? কেন তবে ছাড়িয়ে আনলি?

মর্‌। খুব করেছি।

হুসেন। তবে আবার আমায় গারদে রেখে আয়।

মর্। আমি আবার ছাড়িয়ে আনব।

হুসেন। কি ব'লে মর্জিনা?

মর্। হুজুর বলে।

হুসেন। দূর, তাতে হয় না।

মর্। তবে মুখটি বুজে, পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে সিঁদ কেটে—

হুসেন। তা হ'লে এখনি। এই গারদ, (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই গারদের ভিতর হুসেন আছে; সিঁদ লাগাও, সিঁদ লাগাও—হুসেন এখনি বেরিয়ে পড়বে।

মর্। না হুসেন—ও গারদে নেই। (হৃদয়ে হস্ত দিয়া) হুসেন এখানে আছে—এই গারদে দিবানিশি তাকে পুরে রেখেছি। দিবানিশি শয়নে-স্বপনে পাহারা দিচ্ছি।

(অন্তরালে আবদালার প্রবেশ)

(গীত)

আমার এই ছাতির অন্দরে।

বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে।

সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,

ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের;

এই বন্ধ খুলে সোনার তরী, বাঁধবে তাদের বন্দরে॥

মর্। কিন্তু হুসেন—

হুসেন। কি বলছ মর্জিনা?

মর্। (অবনতজানু হইয়া) হুসেন, কিন্তু আমি বাঁদী—তুমি আমার মনিব।

হুসেন। আর তুমি আমার কলিজা।

মর্। আমি? আমি তোমার চরণের ছায়াস্পর্শের যোগ্য নই।

হুসেন। আর রাণী, মর্জিনা রাণী! তুমি যে দেশে থাক, আমি সে দেশের ধূলো মাথায় করবার যোগ্য নই। বাঁদী! তুমি বাঁদী!—রোস, তোর ভ্রম ভাঙ্গছি, বাপকে বলে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

মর্‌। ও কি হুসেন, কর কি, কর কি? হুসেন—ও হুসেন! (পশ্চা
হইতে আবদালার আকর্ষণ) আরে মর্‌ তুই কে?

আব। আমি কে? বেগম সাহেব চিনতে পাচ্ছ না?

মর। ও কি, টলছিস কেন?

(আবদালার কম্পনাভিনয়)

আব। রোস রোস, আমার প্রাণে মহরম চেগেছে—ও হুসেন, ও হুসেন।

মর্‌। চোপ—গাধা উল্লুক।

আব। ও হুসেন! ও হুসেন!

মর্‌। ওরে থাম্‌, তোর পায়ে পড়ি, তোর পায়ে পড়ি। [প্রস্থা

পঞ্চম দৃশ্য

[গোয়াল্‌ বাড়ী সারি সারি তৈলকুম্ভ সজ্জিত। সর্দার ও আলি।]

সর্দার। আল্লা আপনাকে সলামতে রাখুন, আপনার অতিথিসেবায় অ
পরম সন্তোষ লাভ করেছি। এখন মেহেরবাণী ক'রে এই রাত্রির মতন আ
এই তেলের কুঁপোগুলি তত্ত্ববিধ ক'রে রাখিয়ে দিলে, আমি পরম আপ্যায়িত হ
আপনি আমার—আমাদের ব্যবসার জিনিসই সর্ব্বস্ব।

আলি। সাহেব, এ আপনারই ঘর, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান
আপনার জিনিসে কেউ হাত দেবে না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, অ
বান্দারে পাঠিয়ে দিই; তারা আপনাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে। [প্রস্থ

সর্দার। আলিবাবা। ডাকাতির ওপর ডাকাতি। তোমার ভবলীলা
এই রাত্রেই শেষ হবে। (কুঁপোর নিকটে গিয়া) হুঁসিয়ার ভাই! জানালা
কুঁপোয় ঢিল মারলেই বুঝে নিও, সময় হয়েছে।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। জনাব! আপনার শয়নের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত!

সর্দার। চল যাই। [উভয়ের প্র

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্। বলিহারি অভ্যেসকে! এত দেশের খাবার জিনিস থাকতে এই দুপুর রাত্তিরে সহসা বিবির ঝাঁজওয়ালা তেল দিয়ে বেগুন পোড়া খেতে ইচ্ছে হ'ল! দোকানপাট তো বন্ধ, লোক তো ফিরে এল। দেখি, সওদাগরের কুঁপো থেকে যদি ছটাক খানেক টাটকা তেল মেলে। (একটি কুঁপো নাড়া দেওন)

দস্যু। (কুঁপোর ভিতর হইতে) সর্দ্দার, সময় হয়েছে ?

মর্। উঁহু! (সরিয়া আসিয়া) এ কি এ, কুঁপোর ভেতর মানুষের গলা! সর্ব্বনাস—ডাকাত, ডাকাত, নিশ্চয় ডাকাত। [প্রস্থান।

(সর্দ্দারের পুনঃ প্রবেশ)

সর্দ্দার। এখনও ছুঁড়ীটে জেগে আছে। এইটে শুলেই নিশ্চিন্ত। সকলে নিশুতি না হ'লে কিছু করা হবে না। প্রাণ আমার ছটফট কচ্ছে, বুক জ্ব'লে যাচ্ছে—আলিবাবার রক্ত ভিন্ন এ জ্বালা নিভবে না। [প্রস্থান।

(বৃহৎ তৈলকটাহ লইয়া মর্জিনা ও আবদালার প্রবেশ)

আব। চুপ! তুই সাবধানে কুঁপোর গায়ে ফুঁদেলটা টিপে ধর, আমি এই বদনা ক'রে গরম তেল ঢেলে দিই। (তথাকরণ)

দস্যুগণ। (কুঁপোর ভিতর হইতে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি)

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

বাঁদী। কি রে—কি রে, কি হয়েছে রে ?

(গীত)

সকলে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে রে ?

মর্। চুপ রও সব, চুপ রও সব, ডাকাত পড়েছে।

সকলে। ওরে, এ কি কথা কোস্,

ওরে, এ কি কথা কোস্,

মর্। নেহি আপশোষ দুষমন্ জান্ দেছে রে।

সকলে। সাচ এহি বাৎ সাচ এহি বাৎ ডাকাত পড়েছে।

মর্। ঝুটা বাৎ নেহি কুঁপোয় অক্কা পেয়েছে।

সকলে। কুঁপোর ভেতর কুপোকাৎ
তেরা বহুৎ বহুৎ কেরামৎ,

মর্। আলবৎ—আলবৎ—বহুৎ মজা হয়েছে।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

(আলিবাবা, ফতিমা ও সাকিনার প্রবেশ)

আলি। মর্জিনা! কি করেছিস মা?

সাকিনা। কি করেছিস মা?

ফতিমা। কি করেছিস মা?

মর্। আমি ত নয় হুজুর, খোদা করেছে। আমি অবলা, গাছের পাতার শব্দে কেঁপে উঠি। আমার কি সাধ্য, বিনা অস্ত্রে অতগুলো দস্যুর প্রাণ সংহার করি?

আলি। তুই কোন পরীর রাজ্য থেকে এসেছিস মা।

মর্। আলি সাহেব! ঈশ্বর করেছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র। ঈশ্বরই আমাকে প্রভাতে তুলিয়ে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য সওদাগরের জিনিস চুরি করতে পাঠিয়েছেন। আলি সাহেব এর পূর্ব্বে যে আমি চুরি কারে বলে, জানতেম না।

আলি। মর্জিনা! যে দিন থেকে তোরে ঘরে এনেছি, সেইদিন থেকেই তোকে মেয়ের মত দেখে আসছি। তুমি আমার বাঁদী, এক দিন, এক লহমায় ভ্রমেও মনে আসে নি। তাই তোমাকে ফুরসৎ দিই নাই মর্জিনা! হুসেনের কাছে শুনলেম, তুমি বাঁদী ব'লে দুঃখ করেছ।

মর্। হুসেন মিথ্যা কথা বলেছে; আমি অমন কথা কখনও বলি নি।

আলি। আজ আমি তোমায় ফুরসৎ দিলাম। আজ হ'তে আমিও যে, তুমিও সে।

মর্। কখনই নয়। আমি বাঁদী যা নিয়ে জন্মেছি, যা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে

প্রাণের সঙ্গে বেঁধে আমি এত বড় হয়েছি, যে আমার মর্মে মর্মে গেঁথে গেছে, টানলে মর্ম্ম ছিঁড়ে যাবে—ম'রে যাব। (হুসেনের প্রবেশ) হুসেন সাহেব!

হুসেন। কি?

মর্। আমায় বাঁদী ব'লে ডাক ত।

সাকিনা। না হুসেন।

ফতিমা। না হুসেন।

হুসেন। ও গো, হুসেন বোঝে গো—হুসেন সব বোঝে।

মর্। বলবে না?

হুসেন। না।

মর্। তা হ'লে আমি যেখানে দু' চোখ যায় চ'লে যাই।

হুসেন। যা, দূর হ'য়ে যা। চক্ষুঃশূল! তোকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ'লে যায়।

মর্। বটে! রোস, তবে আমার কেরামৎটা দেখাচ্ছি। আবদালা!

(আবদালার প্রবেশ)

আব। বেগম সাহেব, মর্জিনা খানুম, হুকুম জনাব।

মর্। চোপ বান্দা—বাঁদী বল।

আব। ও গো, আমি অত কথা কইতে পারি না যে গো!

আলি। আর আবদালা! আমার সম্পদ—বিপদে একমাত্র সহায় আবদালা! তোমারও আজ ফুরসৎ!

আব। বেশ, তা হ'লে আজ আমি খোসমেজাজে মার খেতে পারি। (জনান্তিকে) তা হ'লে কোড়াটা কিসের করবে বেগম সাহেব?

মর্। ওঃ, সেই কোড়া—তবে রও খাড়া।

(গীত)

আব। আব খাড়া হায় হুজুর আব খাড়া হায় হুজুর।

চড়বড় চড়বড় চালাইয়ে কোড়া আয়গীর করিয়ে চুর।

মর্। তেরা পিঠ মেরা জায়গীর,

আব। মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,

বান্দীসে আব বেগম বনেগা জমিন মেরা শির্।

তেরা দখল লেও জায়গীর।

মর্। এয়সা দখল নেই লেগা হাম—হুর কামিনার দুর!

টিকটীকি পর চড়াকে কোড়া পিটেগা ভরপুর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(নিদ্রিত আলিবাবা ও বাঁদীগণ)

(গীত)

বাঁদী। সুবে হুয়া ছোড়ো পালঙ্ সাহাব।

আশমান্ সে নিকলা হায় সুরুয আফ তাব।

গুলকি খোসবু মিঠি হাওয়া।

সারা গুজারি রাত দেতে গাওয়া,

বুলবুল বোলাতে মিঞা পিও সরাব;

উঠ পিও সরাব, উঠ পিও সরাব

পিও সরাব!—মিঞা সমঝো সরাব। [বাঁদীগণের প্রস্থান।

আলি। তাই ত, বেলা হয়ে গেছে দেখছি যে! পয়সা পেয়ে অবধি আর ভোর দেখা যে বরাতে ঘটল না দেখতে পাচ্ছি। কাল আমি যেমন করে পারি ভোরে উঠব, বাঁদীরে, ওঠাতে এসে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে। হুসেন-মর্জিনার সাদী দিতে পারলেই সব ল্যেঠা চুকে যায়। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত দিনরাতই ঘুম মারবো।

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। বাবা, এক জন দরবেশ যেচে আমার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে, মর্জিনার গলার কথা আমার কাছে শুনে তার গান শুনতে চেয়েছে। বাবা,

আমি তাকে আজ আনবো ?

আলি। বেশ ত, আন না। তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস কি ? যা, আন্ গে যা। তবে মর্জিনাকে ব'লে যা, সে থানার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে।

হুসেন। তাকে বলেছি।

আলি। বেশ, আমি তবে গোসলখানায় চল্লুম, এলে আমায় খবর দিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া মর জিনা ও আবদালার প্রবেশ)

মর্। দেখিস্ ভাই ! কাকেও বলিস নি।

আব। উঁহু—

মর্। এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

আব। উঁহু—

মর্। টের পেলে বড় লজ্জার কথা।

আব। বড় লজ্জার কথা।

মর্। তামাসা করছিস না কি ?

আব। বিলক্ষণ !

মর্। আগে থাকতে গোল করলে বুঝেছিস ?

আব। খুব—

মর্। মর, কথা না ফুরুতে জবাব দিলি—কি বুঝেছিস ?

আব। তা হ'লে (মর্জিনার কর্ণ ধরিয়া) এমনি করে আমার কান ধ'রে ঘোড়দৌড়—

মর্। উ-হু—হু—হু—ছাই বুঝেছিস। তা হ'লে (আবদালার নাসিকা ধরিয়া) এমনি ক'র নাকে বঁড়শী দিয়ে হড় হড়—

আব। উঃ উঃ উঃ—বুঝেছি বিবি সাহেব।

মর্। কাঁটা বন দিয়ে—

আব। বুঝেছি বুঝেছি—পটপট ফুটছে—

মর্। আর অমনি ক'রে পটাপট পয়জার—

আব। হাঁ হাঁ, পিলে চমকে উঠেছে—

মর্। বুঝেছিস?

আব। বেমালুম বুঝেছি।

মর্। তবে যা বল্লুম, তাই করিস।

আব। আচ্ছা।

মর্। সে কখনও দরবেশ নয়, ডাকাত!

আব। নিশ্চয়।

মর্। তাকে মেরে ফেলতেই হবে।

আব। একেবার।

মর্। খবরদার।

আব। খুব।

মর্। হুঁসিয়ার—

আব। কুছ পরোয়া নেই। [প্রস্থান।

মর। সে কি দরবেশ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি—একটা ভাল মানুষকে কি শেষকালে হত্যা করে বসবো? ভাল-মানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত; ভোল বদলেছে—নইলে নেমক খায় না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছে যে আলির জান্ না নিয়ে নেমক খাব না। তাই এসেছে; তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে;—উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই ত দেখি নি। ডাকাত—আলবৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত তাতে আর সন্দেহ নেই—তবে কেমন ক'রে আলির প্রাণ রক্ষা করি? ঈশ্বর, আর একবার সহায় হও—যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিস্পন্দ কর; যদি দস্যু হয়—হাতে বজ্রের বল দাও! [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

[বৈঠকখানা। হসেন ও সর্দার]

সর্দার। (স্বগত) যতক্ষণ না ছুরি আলির বুকের রক্ত পান করছে, ততক্ষণ আমি সুস্থির হ'তে পাচ্ছিনা। আমার দুঃখে সুখ—শোকে শান্তি—ব্যাধির ঔষধ—সম্পদে সঙ্গী—শক্তিমান উনচল্লিশ ভাই—সেই শয়তানের জন্য কবরে গেছে। তাদের দেখতে পেলাম না, যন্ত্রণায় সেবাশুশ্রূষা করতে পারলেম না, তৃষ্ণার জল দিতে পারলেম না! উঃ, অসহ্য! অসহ্য! কখন্ তাকে হাতে পাব—কখন্ তাকে দুনিয়া ছাড়া করবো? আমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? তাকে যে একবারও কাছে পাচ্ছি না। (প্রকাশ্যে) ও হসেন সাহেব, তোমার বাপকে যে দেখতে পাচ্ছি না?

হসেন। তিনি আপনার খানার বন্দোবস্তে আছেন।

(আলির প্রবেশ)

সর্দার। আইয়ে আলি সাহেব। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।

আলি। বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। হাঃ হাঃ—আমি খাবার-দাবারের যোগাড়ের বন্দোবস্তে আছি, বসতে পারছি না, মিঞা সাহেব। তুমি নেমক খাওনা, তরকারিতে ত সুবিধা হবে না, কাজেই মিষ্টির ব্যবস্থাটা করতে হচ্ছে।

সর্দার। অত হাঙ্গামা কেন আলি সাহেব?

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ! হাঙ্গামা আর কি, নূতন আর কিছু করতে হচ্ছে না। তুমি হসেনের দোস্ত—ঘরের লোক—মান-অপমানের ভয় নেই, ঘরে যা আছে তাতেই একরকম করে গুছিয়ে গাছিয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।

(নর্ত্তক নর্ত্তকীবেশে আবদালা ও মরজিনার প্রবেশ)

আলি। মিঞা সাহেব তোর গান শুনতে চেয়েছে না? দে. একটা ভাল গান শুনিয়ে দে।

সর্দার। তুমি ব'স, আলি সাহেব।

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ—বসছি। কাজটা শেষ ক'রে একেবারেই নিশ্চিন্ত

হয়ে বসছি। নে নে ততক্ষণ মিঞা সাহেবকে খুশী কর। [প্রস্থান।

(আবদালা ও মর্জিনার গীত)

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা!
মজাসে ঘুমাও, ফূর্তিসে হেলাও,
সাচ্চা বিচুয়া সেরা।
দুষমন্ কোই হায় ওসিকো জান্ ফরমায়,
দস্তিকো বহুত পিয়ারা।
জোরসে পাকড়াও হুঁসিয়ারিসে লাগাও
কভি মৎ ঘাবড়াও জানি মেরা।

(অস্ত্র লইয়া অভিনয়, সর্দ্দারের বক্ষে অস্ত্রঘাত ও সর্দ্দারের বিকট চীৎকার।)

আব। হাঁ হাঁ হাঁ—

হুসেন। কি করলি, কি করলি?

(বেগে আলির প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল? কি হ'ল? হায় হায়! কি করলি?

মর্। সর্দ্দার—আমায় মাফ কর। তুমি যেমন আলির জান্ নেবার জন্য নেমক ছেড়েছ, আমিও আজ তাকে রক্ষা করবার জন্য নেমক রেখেছি। আমি অবলা—বল, কি উপায়ে আমি, শক্তিমান তোমার হাত থেকে আমার মনিবকে রক্ষা করি?

সর্দ্দার। তুমি ঠিক করেছ। নেমকের কাজ করেছ—তুমি ধন্য! আমি তোমায় কায়মনোবাক্যে ক্ষমা করলুম; তুমি আমার কন্যা, তুমি পিতৃনাশিনী নও—তার জীবনদায়িনী। তোমার হাতে ম'রে আজ আমার পাপের অবসান হ'ল। আলি সাহেব! আমার মতন দুষমণ তোমার ঘরে আর কেহ কখন পদার্পণ করে নি। আমি দস্যু সর্দ্দার, আজ তোমাকে খুন করবো ব'লে তোমার ঘরে এসেছিলুম (ছুরিকা প্রদর্শন), এই দেখ। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারত না।—জোর বরাত তুমি এ বেটীকে ঘরে পেয়েছ। হুসেন ভাই, কাছে এস,

ভয় নেই, তোমার বাপ (ছুরিকা নিক্ষেপ) আমার দুষমন, কিন্তু তুমি আমার দোস্ত ; কাছে এস, এই লও। আমার কন্যাকে তোমায় দিয়ে গেলুম। আর শুন আলি সাহেব, তুমি যেই হও, তবু ত চোর—চোর-ডাকাতে যে সম্বন্ধ, তোমাতে আমাতে তাই। সেই সম্বন্ধ দৃঢ় করবার জন্য আমার যা কিছু সম্পত্তি—সেই গুহার ভিতরে রাশীকৃত ধন,—আমার এই বেটীকে সমর্পণ করলেম।

মর্। আর আমার ধনে কাজ কি ? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখবো। মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো, ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করবো, আর জলহীন দেশে দীঘি সরোবর খনন ক'রে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্ম্মের জন্য রেখে দেব।

আলি। সে কি, তুমি মরবে কি ? আমি এখনই হাকিম ডাকিয়ে তোমায় বাঁচাব। [আলির প্রস্থান।

সর্দ্দার। হুসেন ভাই, তোরা দু'জনে একবার সেজে আয়—শীগগির সেজে আয়। আমার আসন্নকাল, তবু আমি তোদের মিলন না দেখে মরছি না।

[হুসেন ও মরজিনার প্রস্থান।

আব। সব ত দিলে, তোমার তোষাখানায় ঢোকবার ফন্দীটে ব'লে দিলে না ?

সর্দ্দার। (উচ্চৈস্বরে) চিচিঙ্ ফাঁক। (মৃত্যু)

আব। যা বাবা। একেবারে ফাঁক !—ওগো কি হ'ল, তোমরা দেখে যাও গো ! [আবদালার প্রস্থান।

(বেগে আলি ও হাকিমের প্রবেশ)

আলি। কি হ'ল—হাকিম ডাকতে দেরী সইল না ?

হাকিম। ভয় নেই, ভয় নেই—এখনি বাঁচবে !—দাও, এই উট-পাখীর আস্ত ডিমটা খাইয়ে দাও।

আলি। ম'রে গেছে, আবার বাঁচবে কি ?

হাকিম। বাঁচবে—বাঁচবে; আলবৎ বাঁচবে। ওর বাবা বাঁচবে। সাত দিনের বাসি মড়াকে দাওয়াই খাইয়ে বাঁচিয়েছি। আর এ বাঁচবে না? আলবৎ বাঁচবে। নাও চাঁদ আপাততঃ ঢুক ক'রে এই দাওয়াইটা খেয়ে ফেল।—আরে এ শালা গিলতে পারে না, তবে আর বাঁচবে কি ক'রে?

আলি। হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি।—এই নেও তোমার সেলামি।

হাকিম। ভাল, এখন যাই। তার পর ওষুধ খেতে চায় ত আমাকে আর একবার খবর দিও।

(বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত)

লে চল মুর্দ্দয়।
দেখো ভাই, মান লেও ধরম কি কবর॥
সাহাব মান্‌তা ইমান উসিসে মিলা ইমান্।
খুসিসে এসিকো লেও কবর।
ঝুট আনে হোগা উন্‌কা সাদি লাগা,
খোদা মিলায় দেগা বহুৎ ইনাম জবর॥ [সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

[সিংহাসনে হুসেন ও মরজিনা। সিংহাসন তলে আবদালা, উভয় পার্শ্বে সাকিনা ও ফতিমা।]

(বাঁদীগণের গীত)

চাঁদ-চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভ'রে।
প্রেম-সোহাগে প্রেম-অনুরাগে
আদরে মনচোরে॥
আবেশে বিভোরা, আপন হারা,
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা
যাও দেখে যাও ছবি এঁকে নাও
রেখো এমনি ক'রে সোহাগ ভরে
মনচোরে বেঁধ প্রেমডোরে॥

যবনিকা-পতন